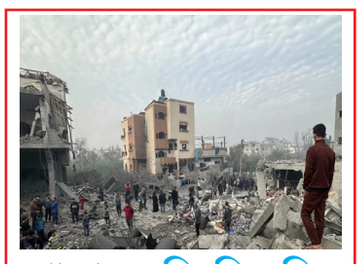

গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুমোদন ইসরায়েলের মন্ত্রিসভায়

সারে-জমিন

সোমবার লালবাগে প্রশাসনিক বৈঠক করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

রূপসী বাংলা

চিকিৎসকদের সঙ্গে ফের ‘সংঘাতের’ পথে মমতা!

সম্পাদকীয়

মুর্শিদাবাদ এস্টেটে বাসিন্দাদের ঘরে তালা, পথ অবরোধ

সাধারণ

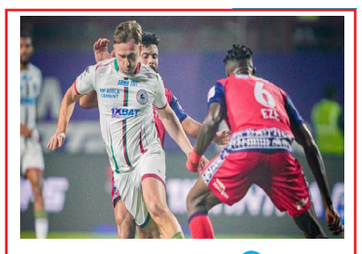

জামশেদপুরের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ড্র করল মোহনবাগান

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১৮ জানুয়ারি, ২০২৫
৩ মাঘ ১৪৩১
১৬ রজব ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 18 ■ Daily APONZONE ■ 18 January 2025 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

বাজেট অধিবেশন শুরু ৩১ জানুয়ারি, বাজেট পেশ ১ ফেব্রুয়ারি

আপনজন ডেস্ক: ৩১ জানুয়ারি সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হবে এবং পরের দিন ১ ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন রেকর্ড অষ্টমবারের মতো বাজেট পেশ করবেন। প্রথম পর্ব ১৩ ফেব্রুয়ারি এবং দ্বিতীয় পর্ব ১০ মার্চ শুরু হয়ে ৪ এপ্রিল শেষ হবে বাজেট অধিবেশন। এর অবকাশে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মঞ্জুরি দাবিপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো।

অধিবেশন চলাকালীন লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয়েরই ২৭টি অধিবেশন হবে। ৩১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ঐতিহ্যবাহী ভাষণ দিয়ে অধিবেশন শুরু হবে, তারপরে সরকার লোকসভা এবং রাজ্যসভা উভয় ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করবে। ১ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশের পর ৩ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে প্রথমে আলোচনা হবে দুই কক্ষেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উভয় কক্ষে বিতর্কের জবাব দেবেন। এই বিতর্ক শেষ হওয়ার পর বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনা হবে। অধিবেশনের মাঝখানে ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লি বিধানসভার ভোটগ্রহণ হবে এবং তিন দিন পরে ভোট গণনা করা হবে। পয়লা ফেব্রুয়ারি পরপর আটটি বাজেট পেশ করার রেকর্ড তৈরি করবেন নির্মলা। গত জুলাই

মাসে লোকসভা নির্বাচনের পর যখন তিনি বাজেট পেশ করেন, তখন ৬৮ বছর আগে সি ডি দেশমুখ যে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, তার সমকক্ষ হন তিনি। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে বাজেট পেশ করা দেশমুখ এবং নির্মলা উভয়েই ছয়টি পূর্ণ বাজেট ও একটি অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করেছিলেন। দেশমুখের দুটি বাজেট ১৯৫২ সালে প্রথম লোকসভা গঠনের আগে ছিল। নির্মলা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের রেকর্ডকেও ছাপিয়ে যাবেন, যিনি কংগ্রেস সরকারে পরপর ছয়বার বাজেট পেশ করেছিলেন। ২০২৮ সালের মার্চ পর্যন্ত তিনি অর্থমন্ত্রী থাকলে ১১ বার বাজেট পেশ করার রেকর্ড গড়বেন, যা এখনও পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি। ১৯৭১ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির পর বাজেট পেশ করা দ্বিতীয় মহিলা নির্মলা ২০২০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট ভাষণ দিয়ে দীর্ঘতম বাজেট বক্তৃতার রেকর্ডও করেছেন।

তদন্ত অর্ধেক শেষ হয়েছে, অভিযোগ নির্যাতিতার বাবা-মায়ের

আরজি কর কাণ্ডে রায় আজ, সাজা ঘোষণা নিয়ে উৎকণ্ঠা

আপনজন ডেস্ক: গত বছর অগাস্টে কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শিক্ষানবিশ চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের মামলার রায় দেবে শিয়ালদহ আদালত। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, আজ শনিবার শিয়ালদহ আদালতের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারক এই মামলার রায় দেবেন। আরজি কর হাসপাতাল ধর্ষণ-হত্যা মামলায় কলকাতার একটি আদালতের রায় ঘোষণার একদিন আগে, চিকিৎসকের বাবা-মা অভিযোগ করেছেন, তদন্ত অর্ধেক হয়েছে, কারণ আরজি কর কাণ্ডে জড়িত অন্যরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নির্যাতিতার বাবা-মা বলেছেন, গত বছরের ৯ আগস্ট সরকারি হাসপাতালের সেমিনার কক্ষে তাদের মেয়ের মরদেহ পাওয়া যায়। তার ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত তারা লড়াই চালিয়ে যাবেন। কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে মূল অপরাধী অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং ১০ আগস্ট তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। শিয়ালদহ আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক, যেখানে ৯ জানুয়ারি এই মামলার শুনানি শেষ হয়েছে, শনিবার রায় দেওয়ার কথা। এ ব্যাপারে নির্যাতিতার মা সংবাদ সংস্থাকে বলেন, সঞ্জয় (রায়) দোষী, আগামীকালের রায়

তার বিরুদ্ধে। কিন্তু অন্য অপরাধীদের কী হবে, যারা এখনও ধরা পড়েনি? আমি দেখতে পাচ্ছি তারা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি তাদের হাসপাতালে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। তাই তদন্ত অর্ধেক শেষ। নির্যাতিতার মা আরও বলেন, জৈবিক প্রমাণ হিসেবে সঞ্জয় রায়কে দোষী প্রমাণ করেছে। তবে তিনি বিশ্বাস করেন যে প্রশাসন এই অপরাধে জড়িত আরও বেশ কয়েকজনকে রক্ষা করছে। তার অভিযোগ, সমস্ত প্রমাণ হয় হারিয়ে গেছে বা মুছে ফেলা হয়েছে। তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল যখন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন, তখন বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল মাছের বাজার। ঘটনাস্থলে যাদের দেখা যাবে, তাদের শাস্তি পেতেই হবে।

মৃতদেহ উদ্ধারের পর সেমিনার কক্ষে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতির কথিত ছবি ভাইরাল হয়ে যায়।

তিনি বলেন, আমি এখনও জানতে পারিনি কেন আমার মেয়েকে এভাবে হত্যা করা হল। জল্পনা চলছিল যে জুনিয়র ডাক্তারকে হত্যা করা হয়েছে, কারণ তিনি এমন কিছু গোপন বিষয় জানতে পেরেছিলেন যা কর্তৃপক্ষ লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। মৃত চিকিৎসকের বাবাও তদন্ত অসম্পূর্ণ বলে দাবি করেছেন। তিন বলেন, আমার মনে হয় না সঞ্জয় একা ছিল। আরও অনেকে আছেন যারা এই অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন, কিন্তু তারা এখনও মুক্ত। আশা করি, তাদের গ্রেফতার করা হবে। তাদের দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে না।

তার বাবা-মা বলেন, বিচার বিভাগের প্রতি তাদের বিশ্বাস রয়েছে এবং শনিবার রায় দেওয়ার সময় তারা আদালতে থাকবেন। রায় দোষী সাব্যস্ত হলে আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে পারে।

সঞ্জয় রায়ের মৃত্যুদণ্ড চান কিনা জানতে চাইলে নিহতের মা বলেন, আমি দোষীদের শাস্তি চাই। বিচার বিভাগ সিদ্ধান্ত নেবে (শাস্তির পরিমাণ)। কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার পর সঞ্জয়ের মৃত্যুদণ্ড চেয়েছে সিবিআই। আদালতে সিবিআই আরও জানায়, সঞ্জয় রায় এই অপরাধের একমাত্র অপরাধী।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আর্থিক অনিয়ম নিয়ে চার্জশিট দাখিল করে কলকাতা হাইকোর্ট।

উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্ট আর জি কর কাণ্ড নিয়ে মামলাটি সিবিআইয়ের কাছে হস্তান্তর করে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এই তদন্ত শুরু হয়। দুর্নীতি মামলা ছাড়াও সন্দীপ ঘোষকে হত্যা মামলা নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তদন্তের অংশ হিসেবে সিবিআই তার পলিগ্রাফ টেস্ট করে।

চার্জশিট দাখিল করতে দেরি হওয়ায় অভিজিৎ মণ্ডল ও সন্দীপ ঘোষ সহ অভিযুক্তদের জামিন মঞ্জুর করা হয়। গত ১২ নভেম্বর থেকে ধর্ষণ ও হত্যা মামলার বিচার শুরু হয়।

বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি শেষ হওয়ার পর শিয়ালদহ আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক জানান, ১৮ জানুয়ারি রায় দেওয়া হবে।

শিশু ধর্ষণ-খুনে ফাঁসির সাজা দিল চুঁচুড়া আদালত

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: হুগলির গুড়াপে পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত প্রতিবেশী প্রৌঢ়কে শুক্রবার ফাঁসির সাজা ঘোষণা করলেন চুঁচুড়া আদালত। গত ২৪ নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা বাড়ির সামনে থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ওই শিশু। বাজারে যাওয়ার সময় তাকে খেলা করতে দেখেছিলেন বাবা। ফিরে এসে মেয়ের খোঁজ না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। ডাকেন প্রতিবেশীদেরও। সকলে মিলে এলাকায় খোঁজাখুঁজি করতে গিয়েই অশোক সিংহ নামে প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে শিশুর দেহ উদ্ধার হয়েছিল। এর পরেই অভিযুক্ত প্রৌঢ়কে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। পরে প্রৌঢ়কে গ্রেফতার করে পুলিশ। বুধবার ১৫ তারিখে তাকেই দোষী সাব্যস্ত করলেন বিচারক চন্দ্রপ্রভা চক্রবর্তী। আজ ফাঁসির সাজা ঘোষণা আদালত সূত্রে খবর, শিশুকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় গত ৯ ডিসেম্বর চার্জশিট জমা দিয়েছিল পুলিশ। চার্জ গঠন হয় ১১ ডিসেম্বর। এর পর এক মাসের মধ্যে ২৭ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ-সহ গোটা বিচারপ্রক্রিয়া শেষ করে রায় ঘোষণা করলেন বিচারক। সরকারি আইনজীবী বলেন, ‘‘নতুন যে বিএনএস আইন এসেছে, তাতেই এত দ্রুত বিচারপর্ব শেষ হল। বিচারপর্ব শুরু হওয়ার পর বড়দিনের সময় সাত দিন ছুটি ছিল। না-হলে আরও আগে নিষ্পত্তি হত মামলার। এটা সম্ভব হয়েছে পুলিশের সঠিক তদন্তের ফলে।’’

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশুটির বাড়ির পাশেই অশোকের বাড়ি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তার বাড়িতে কম্বল ও কাঠ দিয়ে চাপা দেওয়া অবস্থায় শিশুটির দেহ পাওয়া গিয়েছিল। অশোকের বিরুদ্ধে আগেও নানা ধরনের অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, ‘সন্ধ্যার পর থেকে আমরা সকলেই খোঁজাখুঁজি করছিলাম সেই দিন। অশোককেই আমাদের সন্দেহ হয়েছিল। পরে ওর বাড়ি থেকেই পাওয়া গিয়েছিল মেয়েটিকে। কাঠ, কম্বল চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছিল। ওর স্বভাব খারাপ। নিজের মেয়ের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করত। আগেও এমন কিছু ঘটনা ঘটিয়েছিল। সকলেই তার ফাঁসি চেয়েছিল। দোষীর ফাঁসির দাবি জানিয়েছিলেন শিশুর মা-বাবাও। শুক্রবার আদালত দোষীকে ফাঁসির সাজা ঘোষণা করে।

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল

(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

আশ শিফা

ASHSHEEFA HOSPITAL

হসপিটাল

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

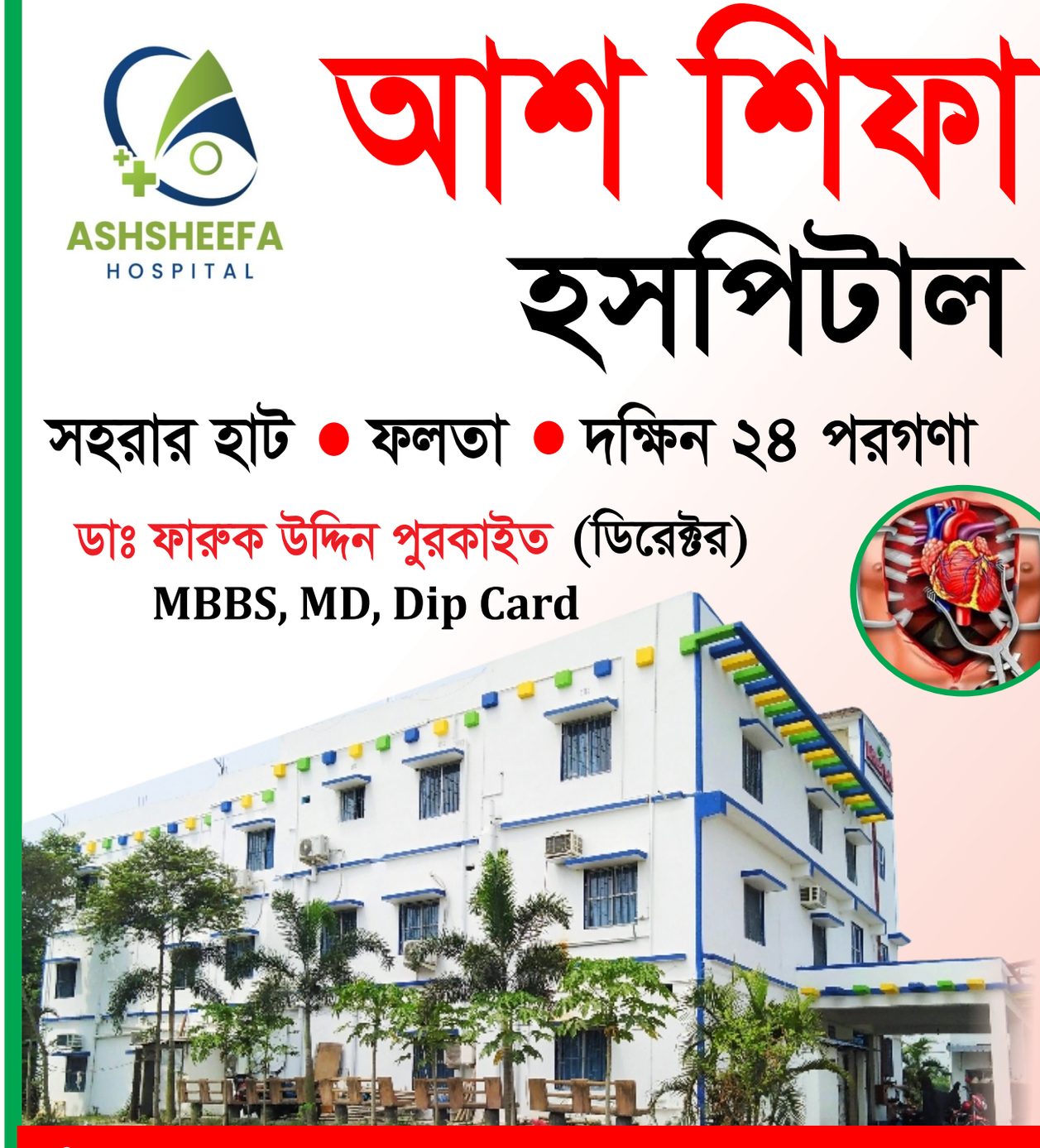

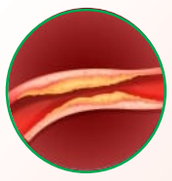

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

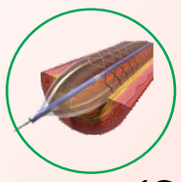

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

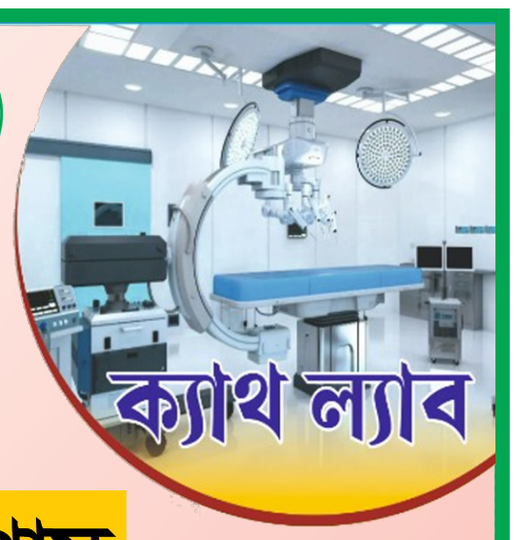

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

ওপেন হার্ট সার্জারি

- হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
- জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
- শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

প্রথম নজর

কলকাতায় কিছুই করতে পারবে না শুভেন্দু: মেয়র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা
আপনজন: আমরা ১৩০ তারা ২ বা ৩ যাইহোক না কেন, কলকাতায় কিছুই করতে পারবে না শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার এই মন্তব্য করেন কলকাতা পৌরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন,সব কেসে বিহার যোগ দেখা যাচ্ছে। বাইরে থেকে দুষ্কৃতীরা ঢুকছে বলে অভিযোগ ফিরহাদ হাকিমের। আদালত কড়া শাস্তি দিক আমি চাই। এই রকম শাস্তি দিক যাতে আমাদের মেয়েদের সঙ্গে কেউ এইরকম করতে না পারে। কে মানতে পারছে পারছে না। সেটা নিয়ে কি আসে যায়। কোর্ট শেষ কথা বলবে। দিলীপ দা আসবে নাকি তৃণমূল । কখন এই কথা বলছে আবার কখনও অন্য কথা বলে। সম্প্রদায়িক দলের বিরুদ্ধে বাংলা মানুষ সব সময় সোচ্চার। তাই তাদের ভেদভেদের রাজনীতি এখন কাজ করছে না বলে জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

ভলেন্টিয়ার ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির রাজ্য সম্মেলন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর
আপনজন: ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বোলপুরে। শুক্রবার প্রথম দিন গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহ (মূল মঞ্চ) আয়োজনে - বীরভূম ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রত্যাশা তোমার আমার সবার শহীদ সাজু মেমোরিয়াল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও জেলার অন্যান্য বন্ধু সংগঠন। পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ উজ্জ্বলন মধ্য দিয়ে এই রাজ্য সম্মেলনের শুভ সূচনা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরা যোগদান করেছেন। এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য রক্তদাতাদের উদ্বুদ্ধ করা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ, বীরভূমের স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রি আরি সহ রক্ত আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শিক্ষকরা স্কুলে দীর্ঘদিন দেরি করে আসায় বিক্ষোভ অভিভাবকদের

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট
আপনজন: ঠিকমতো দেওয়া হয় না মিড ডে মিল , পড়াশোনা হয় না বললেই চলে। এই অভিযোগে শুক্রবার স্কুলের মূল ফটক বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাল অভিভাবকেরা। ঢুকতে দেওয়া হয়নি শিক্ষকদের। ফলে এদিন ক্লাস , মিডডে মিল থেকে বঞ্চিত হয়ে বাড়ি চলে যায় পড়ুয়ারা। তেহট্ট ১ চক্রের গোপালপুর হাটখোলার নাটনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা।
স্থানীয় ও স্কুল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুলে পঞ্চাশের কাছে পড়ুয়া। আর চিরঞ্জীব কর্মকার , নীহাররঞ্জন বিশ্বাস ও বাপ্পা হালদার মিলিয়ে মোট তিনজন শিক্ষক আছেন। অভিযোগ , শিক্ষকেরা দীর্ঘদিন ধরে সঠিক সময়ে আসেন না। মাঝেমধ্যে মিডডে মিলে দেওয়া হয় বিস্কুট। শিক্ষকেরা স্কুলে নেশা করেন বলেও অভিযোগ। স্কুলে পড়ুয়াদের সঠিক পর্যবেক্ষণে রাখা হয়না। স্কুল ছুটির বহু আগে পড়ুয়াদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। এই ধরনের বিস্তর অভিযোগ তুলেছেন শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার এগারোটার কয়েক সেকেন্ড আগে স্কুলে আসেন নীহাররঞ্জন ও বাপ্পা। ঠিক তখনই তাদের আটকে দিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে অভিভাবকদের একাংশ। বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে উপস্থিত পড়ুয়ারা। অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুল চলাকালীন শিশুরা বাইরে এসে খেলা করে। এদিকে রাস্তার পাশে ঐ স্কুল । যে কোন সময় বিপদ ঘটে যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষকদের এবিষয়ে দায়িত্ব নেই। তাদের আরো অভিযোগ, স্কুলের গেটের চাবি রাখা হয় স্থানীয় একটি দোকানে। পড়ুয়ারা এসে তালা খোলে।

ল' বোর্ডের নয়া সদস্য কামরুজ্জামানকে সংবর্ধনা ফুরফুরায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি
আপনজন: অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সদস্য মনোনীত হওয়ায় মাওলানা কামরুজ্জামানকে সংবর্ধনা জানালেন জমিয়তে উলামায়ে বাংলার সভাপতি ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা ইমরান উদ্দিন সিদ্দিকী।
এদিন রাজারহাটের রাইগাছিতে এক অনুষ্ঠানে জমিয়তের সভাপতি মাওলানা ইমরান উদ্দিন সিদ্দিকী বলেন মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাংলা থেকে মাওলানা কামরুজ্জামানকে সদস্য মনোনীত করায় আমরা খুশি।
তিনি বলেন মাওলানা কামরুজ্জামান রাজ্যের সমস্ত মুসলিম সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তা প্রশংসনীয়। তাই একাধিকবার সেই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেছেন এবং কামরুজ্জামানের ডাকে কলকাতার সমাবেশে যোগ দিয়েছেন বলে তিনি জানান।
মাওলানা ইমরান উদ্দিন সিদ্দিকী বলেন জমিয়েত ওলামা বাংলা একশত বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন কামরুজ্জামান ভাইয়ের প্রতি আমার আব্বাজান মরহুম পীর আল্লামা সাইফুদ্দীন সিদ্দিকী সাহেবেরও নেক দোয়া ছিল।
এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী হাজী হাসান আলী, শিক্ষক আলি আকবর, ইনজামামুল হক, মাওলানা গিয়াস উদ্দিন, শেখ রাহানাতুল্লাহ প্রমুখ।

সোমবার লালবাগে প্রশাসনিক বৈঠক করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ
আপনজন: মুর্শিদাবাদে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, আগামী সোমবার লালবাগের নবাব বাহাদুর'স ইনস্টিটিউশন ময়দানে প্রশাসনিক সভা করবেন তিনি। পাশাপাশি সেখান থেকে একাধিক পরিষেবা প্রদান, বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার কথা রয়েছে তার। সভা শেষে মালদার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তিনি। মালদায় শুটআউটে মৃত তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে তার। পরবর্তীতে মালদা থেকে কোচবিহারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন তিনি। এদিকে নবাবের শহর মুর্শিদাবাদে মুখ্যমন্ত্রী আসার খবরের পরপরই তৎপরতার সঙ্গে শুরু হয়েছে মাঠ তৈরির কাজ। নবাব বাহাদুর'স ইনস্টিটিউশন ময়দানে সভার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে সরজমিনে দাঁড়িয়ে কাজের তদারকি করছেন মুর্শিদাবাদের পুরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধর। দফায় দফায় বৈঠকে বসছে জেলা প্রশাসনের কর্তারা। মাঠ পরিদর্শনে আসছেন কখনো জেলা শাসক রাজর্ষি মিত্র, কখনো সাংসদ খলিলুর রহমান, কখনো পুলিশ সুপার সূর্য প্রতাপ যাদব, কখনো আসছেন বিধায়ক অপূর্ব সরকার। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভার আগে প্রতিটি শহর ও ব্লকে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি সভা। জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের প্রস্তুতিমূলক আলোচনা করা হয় জঙ্গিপুরের নূর ভবনে। বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রতি ঘন্টায় হচ্ছে আলোচনা সভা। শুক্রবার বিকেলে মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ বিডিও অফিসের সভাঘরে প্রস্তুতি সভা করা হয়। ভগবানগোলা ১ ও ২ ব্লক তৃণমূলেরও প্রস্তুতি সভা করা হয় এদিন।
একইসঙ্গে নবাবের শহরের ঐতিহাসিক প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন সেজে উঠেছে আলোকসজ্জায়। সাজো সাজো রব নবাবের শহর মুর্শিদাবাদে।
সোমবার প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন, সেই অপেক্ষায় জেলাবাসী।

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আচমকা মৌমাছির হানা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট
আপনজন: সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে মৌমাছির আচমকা হানা। মৌমাছির কামড়ে অসুস্থ কয়েক জন। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে। যদি অসুস্থরা সকলেই সুস্থ রয়েছেন বলেই জানানো হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট সদর হাসপাতালের ঘটনা।
জানা গিয়েছে, বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরে রয়েছে বেশ কিছু মৌচাক। সেই মৌচাক গুলিতে হানা দেয় কোন পাখি। আর তাতে চাক ভেঙে উড়তে শুরু করে মৌমাছির দল। মৌমাছির দল ছুটে আসে হাসপাতাল চত্বরে। সে সময় মৌমাছির কামড়ে আহত হয় হাসপাতাল চত্বরে থাকা বেশ কয়েকজন। দ্রুত তাঁদের ঘটনা স্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

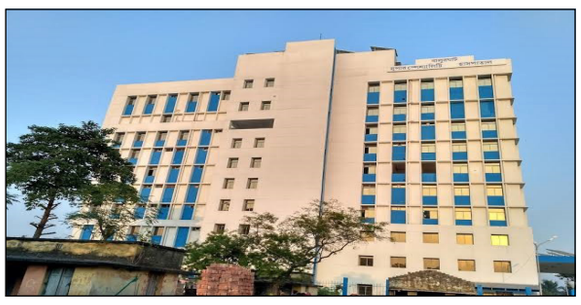

এ বিষয়ে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, 'চিল এসে মৌচাকে আচমকা হানা দেয়। সে সময় হাসপাতাল চত্বরে থাকা কয়েকজনকে মৌমাছি কামড়ে দেয়। পরে পিপিই কিট পড়ে এসে একজন তাদেরকে ঘটনা স্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতাল নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য।'
এ বিষয়ে বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ জানান, 'সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ১০ তলা ভবনে বেশকিছু মৌচাক রয়েছে। সেগুলো ভাঙাও অত্যন্ত দুষ্কর ব্যাপার! তবুও আমরা কিছু এক্সপার্ট লাগিয়েছি।আজ চিল বা কোন পাখির হানায় মৌমাছি গুলি হাসপাতাল ঢুকে পড়ে। দু-তিন জনকে কামড়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। বর্তমানে তারা সুস্থ রয়েছে।'

কাটিয়াহাট আল-হেরার প্রতিষ্ঠা দিবসে হিফজদের পাগড়ি প্রদান

এহসানুল হক ● বসিরহাট
আপনজন: জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মিশনের পতাকা উত্তোলন - পতাকা উত্তোলন করেন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আলহাজ্ব আকবর আলী সরদার এবং হাফেজ তরিকুল ইসলাম। কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন আলহেরা একাডেমির ডাইরেক্টর শিক্ষক আবু সিদ্দিক খান,এরপর নার্সারি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা সহ মিশনের শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।মিশনের শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পাশাপাশি ছাত্ররা বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়,আন্তঃবিদ্যালয় প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা যেখানে প্রায় ১০টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। পরিচালনা করেন আপনজন সাংবাদিক বিশিষ্ট কুইজ মাস্টার এম মেহেদী সানি।পাশাপাশি হাফেজ শিক্ষার্থীদের পাগড়ি প্রদান ও ইসালে সওয়াব আয়োজিত হয়। এবং হাফেজ সাবির উদ্দিন সাহেব তাদেরকে বরণ করে নেয়া হচ্ছে আল-হেরা আল জামিয়াতুল ইসলামিয়ার পক্ষ থেকে সাতজন বাচ্চাকে হিফজ সম্পন্ন করার জন্য পাগড়ি অর্থাৎ সম্মান প্রদান করা হয়। এদিনের বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম দিলু, পীরজাদা সাহিম উদ্দিন সিদ্দিকী, মুফতি সাইফুল্লাহ কাসেমী সাহেব, হাফেজ তরিকুল

ইসলাম, প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মাওলানা মোজাম্মেল হক, সম্পাদক আকবর আলি সরদার,বিশিষ্ট মোটিভেটর আবেদিন হক আদি, হাশেমিয়া ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমির সুপার মোফাসসির হোসেন, ডাইরেক্টর ও সিরাতের রাজ্য সম্পাদক আবু সিদ্দিক খান, সদস্য আবু বকর সরদার, আমডাঙ্গা রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসার সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক গাজি,শিক্ষক রিজওয়ানুল করিম, সিরাজুল মন্ডল,মিনাউল ইসলাম প্রমুখ। এদিন বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম দিলু বলেন, শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড, শিক্ষা না হলে মানুষ সমাজের প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। তাই সকল মানুষকে শিক্ষা অর্জন করতে হবে। আলহেরা একাডেমী শিক্ষা অর্জনের একটা বিশেষ দিক নির্দেশনা দেয়। যেখান থেকেই বহু ছাত্র শিক্ষা অর্জন করে অন্যত্র যান। আমার সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে এখানে তিনটি পর্যায় শিক্ষাদান করা হয়। এখান থেকেই হাফেজে কোরআন তৈরি হচ্ছে, আজ শুনে সব থেকে বেশি খুশি হয়েছি সাতজনকে পাগড়ী প্রদান করা হলো। অন্যদিকে একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা হাজী আকবর সর্দার বলেন, আমি এই আলহেরা একাডেমী থেকে একজন শিক্ষাদান করে সে প্রকৃত মানুষ হতে পারে সেই দীক্ষা নিয়েই আমার মিশন তৈরি করা। আমার আজকে বুক ফেটে যাচ্ছে আমার প্রতিষ্ঠান থেকেই সাতজন কোরআনের হাফেজ তৈরি হয়েছে। এরা বাইরে গিয়ে কোরআন শিক্ষা দেবে মানুষকে। তাই আপনার সন্তানকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে আপনাকে আলহেরা একাডেমী তথা আলহেরা জামিয়াতুল ইসলামিয়া আসতে হবে। একাডেমির ডাইরেক্টর শিক্ষক আবু সিদ্দিক খান জানান, ১০ বছরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার পূর্ণতা পেয়েছে। ইতিমধ্যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একদিকে যেমন ইসলামিক শিক্ষা ঠিক তেমনি জেনারেল শিক্ষাও একইভাবে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। আগামী দিনে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে একটি নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে ফের মৃত্যু

হাসান লস্কর ● কুলতলি
আপনজন: বাঘের আক্রমণে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। আবারও বাঘের আক্রমণে মৃত্যু কুলতলির কাঁটামারির আদিবাসী মৎসজিবি অজয় সর্দার বয়স-৫১ জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্যে সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ,কাঁকড়া ধরতে গিয়ে মারা গেল গত ইং শুক্রবার বনদপ্তরের BLC এবং পাস নিয়ে দুইজন সঙ্গী সাথিকে সঙ্গে নিয়ে রহনা দেন কাত্তিক সরদার ও কালাচাঁদ সরকার (মাঝি)। গত বৃহস্পতিবার বিকালে পীরখালি ধুপনি খাড়ি দিয়ে ফেরার পথে নৌকার পিছনে বসে থাকে অজয় সরদার এর উপর জঙ্গল থেকে বাঘ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সঙ্গে থাকা দুই সঙ্গী চিৎকার চেঁচামেচি এবং বৈঠা নিয়ে তাড়া করলে বাঘ জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়। তারপর সঙ্গীরা রক্তাক্ত অজয় সর্দার কে নিয়ে রহনা দিলে পথে মারা যায়, শুক্রবার ভোরে কাঁটামারির ঘাটে এসে পৌছায়, পরবর্তী কালে জয়নগর কুলতলির

জামতলা জয়নগর কুলতলী গ্রামীণ হাসপাতালে এবং পরে কুলতলী থানা হয়ে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয় তার মৃতদেহটি। এই মৃত্যু মিছিল বিষয়ে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর অন্যতম কর্মকর্তা মিঠুন মন্ডল ও আলতাফ আহমেদ রঞ্জিত সুর বলেন আমরা দেখছি য়ে গত বছর ১৯ জনের মতোন মৎস্যজীবী বাঘে ও কুমিরের আক্রমণে আক্রান্ত হয় ১৯ জনের মতোন প্রায় ১২ জনের উপর মৃত এবং ২০২৫ এর আজ নিয়ে ১৬ দিনের মধ্যে দুই জন মৃত একজন আহত। গতকাল গোসাবার ছোট মোল্লাখালীর ঝন্টু মন্ডল বয়স ৪৫ বাঘের আক্রমণে আহত হলেন, এবং গত কালকেই একই দিনে অজয় সরদার নিহত হলেন, এবং কুলতলির মৈপিঠ কোস্টালে নগেনাবাদে গ্রামে দুটি বাঘের আগমন ও পেটকুলচাঁদ হালদার ঘেড়ির গ্রামে বাঘ চলে আসে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই নিয়ে শুধু মৈপিঠে এই শীতের মরশুমে ১০ বারের বেশি বাঘ চলে এলো। এবং দেবিপুর গ্রামে ঘোসের চকে স্কুল পড়ুয়া রাহুল হালদার বাড়ির সামনের রাস্তায় আক্রান্ত হয়ে অল্পের জন্য প্রান রক্ষা পেল। গত বুধবার কুলতলির কৈখালির হাজীর হাটের হরিপদ দাস ছয়মাস পিজি হাসপাতালে চিকিৎসা থাকার পর বাড়ি ফিরলেন। মৈপিঠের নগেনাবাদের বাসিন্দা শুকদেব সাঁপুই বর্তমানে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, সারা সুন্দরবনে বাঘ,বাঘ, মৃত্যু মৃত্যু আতঙ্ক। বিভীষিকাময় পরিবেশ চলছে বলে অভিযোগ।

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন বালুরঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বালুরঘাট
আপনজন: 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' কর্মসূচির অংশ হিসেবে পথ চলতি সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে শুরু হলো পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ। বালুরঘাট সদর ট্রাফিক পুলিশ, নেহেরু যুবা কেন্দ্র ও নালন্দা বিদ্যাপিঠ হাই স্কুলের এনএসএস ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে বালুরঘাট ট্রাঙ্ক মোড় এলাকা থেকে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পথ নিরাপত্তা পালন কর্মসূচির শুভ সূচনা করা হয়। আগামী সাতদিন ধরে এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি চলবে বলে জানা গিয়েছে।
এ বিষয়ে বালুরঘাট সদর ট্রাফিক আইসি অরুণ কুমার তামাং জানান, '১৭-২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত পাঁচ দিন ধরে এই সচেতনামূলক কর্মসূচি চলবে। ট্রাফিক আইন মেনে মানুষ যাতে যানবাহন চালায় সে বিষয়ে সচেতন করা হবে।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

৩২ কেজি নিষিদ্ধ মাদক সহ গ্রেফতার

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● ক্যানিং
আপনজন: আবার পুলিশের বড়সড় সাফল্য। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত ঘুটিয়ারি শরীফ ফাঁড়ির পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে ঘুটিয়ারী শরিফ গালর্স স্কুলের কাছে তিনজনকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে।তারপরে পুলিশ ঐ তিনজন ব্যক্তিকে আটক করে।পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যক্তিরা জানান তাদের নাম মহাদেব বর্মন, কৃষ্ণ বর্মন ও নিশিকান্ত বৈদ্য। পুলিশ তল্লাশি করে তাদের কাছ থেকে প্রায় ৩২ কেজি নিষিদ্ধ মাদক বাজেয়াপ্ত করে। পুলিশ তাদের নিষিদ্ধ মাদক সহ গ্রেফতার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে একটি স্বপ্রণোদিত মামলা রুজু করে।ধৃতদের শুক্রবার আলিপুর আদালতে পাঠানো হয়।

মনু মেমোরিয়াল হাই মাদ্রাসায় পুস্তক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা
আপনজন: কলকাতার তপসিয়া এলাকায় অবস্থিত মনু মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশন হাই মাদ্রাসায় মিল্লাত এডুকেশন ট্রাস্ট এর উদ্যোগে এক পুস্তক দান উৎসব ২০২৫ আয়োজন করা হয়| ট্রাস্ট এর কর্মকর্তা খোদ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আরাফাত আলী মিদ্দা| মাদ্রাসার নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় ৩০ জনের মত পুস্তক বিতরণ করা হয়| প্রধান শিক্ষকের এই কর্মকাণ্ডের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা রাশেদা বেগমের কন্যা শিক্ষিকা মনিরা বেগম তার পিতা মাতার স্মৃতিতে ২০০০ টাকা দান করেন, মাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষক মাওলানা মোঃ আব্দুল ওহাবের পিতামাতার স্মৃতির জন্য এক হাজার টাকা দান করেন, প্রাক্তন শিক্ষা বন্ধু শেখ সালাউদ্দিন তার পিতামাতার উদ্দেশ্যে এক হাজার টাকা দান করেন, কলকাতা জেলা এ আই কবিরুল ইসলাম সাহেব তিনিও হাজার টাকা দান করেন বাকি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক জ ব্যবস্থাপনায় পুস্তক বিতরণের ব্যবস্থা করেন| উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা মাইনোরিটি অফিসার জনাব আরশাদ জামাল হাশমি, কলকাতা জেলার আধিকারিক এআই জনাব কবিরুল ইসলাম, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব সাইফুল্লাহ, এ এম ও গণি বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক মোঃ নাসিম, সার্কেল নাইনের প্রাক্তন শিক্ষা বন্ধু, জনাব সালাউদ্দিন এবং মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জনাব শামসুল হক সাহেব প্রমুখ| এই মহৎ কাজের জন্য উপস্থিত অতিথিবৃন্দ মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এবং প্রধান শিক্ষকের এই উদ্যোগে স্বাগত জানান| সেই সঙ্গে বলেন যে আগামী দিনে এই কাজের জন্য যদি কিছু সাহায্য সহযোগিতা করার প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা আছি। এই ধরনের একটি মহৎ কাজের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক ও অভিভাবিকা দের পক্ষ হতে অনেক প্রশংসা পাওয়া যায়| সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মাদ্রাসার শিক্ষক অভিরূপ ভাদুড়ি| আগামী দিনে মিল্লাত এডুকেশন ট্রাস্ট পিছিয়ে পড়া সমাজের জন্য কিছু কাজ করতে চায়।

জোড়া অগ্নিকাণ্ড হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া
আপনজন: শুক্রবার জোড়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো হাওড়ায়। হাওড়া সিটি পুলিশ এলাকার মধ্য হাওড়ার চারুচন্দ্র সিংহ লেনে এদিন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ওই এলাকার একটি বহুতলের মিটার বক্সে আগুন লাগে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে মিটার বক্সের কেবল। এর জেরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। ধোঁয়ায় ভরে যায় চারদিক।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। পরে আগুন আয়ত্বে আসে। অন্যদিকে, এর পাশাপাশি এদিনই হাওড়ার গ্রামীণ জেলা পুলিশ এলাকায় আরেকটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। হাওড়ার আমতা থানা এলাকার দেওড়ায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ভস্মীভূত হয়ে যায় পরপর তিনটি দোকান। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। দেড় ঘন্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্বে আসে। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে দমকল আসে। এর ফলে বড়সড়ো অগ্নিকাণ্ড থেকে রেহাই মিলেছে বলে অভিমত এলাকাবাসীর। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রথম নজর

মাঝ আকাশে ভেঙে পড়ল মাস্কের ‘স্টারশিপ’, বিমান চলাচল ব্যাহত

আপনজন ডেস্ক: স্পেস এক্সের জায়ান্ট স্টারশিপ রকেটের সর্বশেষ পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের কয়েক মিনিট পরেই মাঝ আকাশে ভেঙে পড়েছে। টেক্সাসের ব্রাউনসভিল থেকে উৎক্ষেপণের সাড়ে আট মিনিট পর স্টারশিপের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার এই পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। ইলন মাস্কের কম্পানির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার তাদের রকেটের সপ্তম পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ ছিল। কিন্তু ইঞ্জিনে কিছু গোলমাল হওয়ায় মহাকাশযাত্রার সময় তা ভেঙে পড়ে। কিন্তু সুপার হেভি বুস্টারটি পরিকল্পনা অনুযায়ী তার লঞ্চপ্যাডে ফিরে আসতে সক্ষম হয়। আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মহাকাশযানের ধ্বংসাবশেষ পড়ার সম্ভাব্য এলাকার আশপাশে বিমান চলাচল কিছু সময়ের জন্য স্থগিত এবং রুট পরিবর্তন করা হয় বলে মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) জানায়। ফ্লাইটরাডার২৪-এর তথ্য অনুযায়ী, অন্তত ২০টি বিমান তাদের রুট পরিবর্তন করেছে। এদিকে একই দিনে প্রথমবারের মতো কক্ষপথের উদ্দেশে রকেট উৎক্ষেপণ করেছে জেফ বেজোসের মহাকাশবিষয়ক প্রতিষ্ঠান ব্লু অরিজিন। ব্লু অরিজিন নিউ গ্লেন রকেট সিস্টেমের প্রথম উড্ডয়নের কয়েক ঘন্টা পরেই ইলনের এই অভিযান শুরু হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বের দুই শীর্ষ ধনীর মধ্যে বড় ও শক্তিশালী রকেট নির্মাণের ওপর নির্ভরশীল বাণিজ্যিক মহাকাশ প্রতিযোগিতা শুরু হলো। স্পেস এক্সের একটি পোস্টে জানিয়েছে, ‘স্টারশিপটি ভেঙে পড়ার মূল কারণটি আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য তথ্য পর্যালোচনা চালিয়ে যাবে। এ ধরনের পরীক্ষার থেকে আমরা যা শিখি তা থেকেই সাফল্য আসে। আজকের ঘটনা আমাদের স্টারশিপের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে সাহায্য করবে।’ স্পেস এক্সের পক্ষ থেকে কেট টাইস বলেছেন, ‘এখন আমরা শুধু এটা জানাতে পেরেছি, আমাদের রকেট ধ্বংস হয়েছে। এই পরীক্ষা নিয়ে আমাদের উত্তেজনা ছিল, কিন্তু সাফল্য নিশ্চিত ছিল না।’ এই স্টারশিপের ওপরের অংশ আগেরটির তুলনায় সাড়ে ছয় ফুটের মতো বেশি লম্বা ছিল। পরিকল্পনামতোই উৎক্ষেপণের চার মিনিট পর বুস্টার থেকে রকেটের উপরিভাগ আলাদা হয়েছিল। কিন্তু তার কয়েক মিনিট পরেই স্পেস এক্সের কমিউনিকেশন ম্যানেজার ড্যান হুয়োট লাইভ স্ট্রিমিংয়ের সময় বলেন, স্টারশিপের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কী হয়েছিল, তা বোঝার জন্য বেশ কিছুটা সময় লাগবে বলে তিনি জানিয়েছেন। স্টাররশিপের মধ্যে ১০টি কৃত্রিম উপগ্রহের মডেল ছিল। স্টারশিপ সিস্টেম ছিল ৩৭ তলা বাড়ির সমান। ২০২৫ সালে এটা ছিল স্টারশিপের প্রথম পরীক্ষা।

ট্রাম্পের শপথে আমন্ত্রণ পেলেন শি জিনপিং, পাননি মোদি!

আপনজন ডেস্ক: আগের মেয়াদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জোর গলায় বন্ধু বলে ডেকেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ায় মুহূর্তেই ঘটা করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মোদি। কিন্তু অনেককেই অবাক করেছে ট্রাম্পের শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের নামের তালিকা। সেই তালিকায় নেই মোদির নাম। ভারত জানিয়েছে, ট্রাম্পের শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তবে ট্রাম্পের ২০ জানুয়ারির শপথ অনুষ্ঠানে অতিথির তালিকায় আছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তবে কেবল মোদি নন ট্রাম্পের শপথ অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভনডার লেনও আমন্ত্রণ পাননি। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনবারের প্রার্থী ও কট্টর ডানপন্থী

নেত্রী মেরিন লা পেনকেও ট্রাম্পের শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০ জানুয়ারি শপথ নিতে যাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় ওপরের সারিতে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এবং আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জেভিয়ার মিলেইর নাম রয়েছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রশংসাকারী হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট ভিক্টর অরবানও আমন্ত্রণ পেয়েছেন।

গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুমোদন ইসরায়েলের মন্ত্রিসভায়

আপনজন ডেস্ক: শেষ হতে যাচ্ছে দীর্ঘ ১৫ মাসের ইসরাইল-ফিলিস্তিনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। হামাসের পর শুক্রবার (১৭ জানুয়ারি) ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রিসভা গাজায় যুদ্ধ শেষ করার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুমোদনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগ। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা ‘সমস্ত রাজনৈতিক, নিরাপত্তা ও মানবিক দিক পর্যবেক্ষণের পর এবং প্রস্তাবিত চুক্তি যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনকে সমর্থন করে’ এই বোঝার পর চুক্তিটি গ্রহণ করেছে। আরও বলা হয়েছে, মন্ত্রিসভা ‘সরকারকে প্রস্তাবিত রূপরেখা অনুমোদন করার’ সুপারিশও করেছে। চুক্তিটি এখন আলোচনা ও আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভায় যাবে।
আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, নিরাপত্তা মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষ হওয়ার পর মন্ত্রিসভার বৈঠক শুরু হয়েছে।
এর আগে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এক্স-এ পোস্ট করে বলেছিল, চুক্তিটি চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে হামাস রবিবার প্রথম জিম্মিদের মুক্তি দেবে।
যুক্তরাষ্ট্র ও কাতারের মধ্যস্থতায় টানা ১৫ মাসের সংঘাতের পর বুধবার (১৫ জানুয়ারি) গাজায় দ্বিতীয় যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে একমত হয় ইসরাইল ও ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস। কাতারি ও মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগামী রবিবার (১৯ জানুয়ারি) থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে।
ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগ চুক্তিটিকে সঠিক পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

গাজায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুনর্গঠনে লাগবে ১০ বিলিয়ন ডলার: ডব্লিউএইচও

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বিধ্বস্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুনর্গঠনে অন্তত ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা আরও বেশি অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। আর তা ঠিক করতে লাগতে পারে পাঁচ থেকে সাত বছর।এমনটাই জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও)।শুক্রবার (১৭ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা এএফপি। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি রিক পিপারকর্ন গণমাধ্যমকে বলেছেন, গাজার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুনর্গঠন করতে অনেক বড় অংকের অর্থের প্রয়োজন হতে পারে।তার মতে, গাজার শুধুমাত্র স্বাস্থ্যখাত পুনর্গঠনের জন্য প্রথম দেড় বছরের জন্য ৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি এবং তারপর পাঁচ থেকে সাত বছরের জন্য ১০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে বলে তারা প্রাথমিকভাবে অনুমান করছেন। পিপারকর্ন বলেছেন, ‘আমরা সবাই ভালো করেই জানি, গাজায় যে ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে তা অকল্পনীয়। আমি আমার জীবনে বিশ্বের অন্য কোথাও এমন পরিস্থিতি দেখিনি।‘অবশ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রেইয়েসুস ইতোমধ্যেই বলেছেন, ‘গাজার ৯০ শতাংশ হাসপাতাল ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়েছে।’’ বুধবার (১৫ জানুয়ারি) দোহায় কাতার,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মিশরের মধ্যস্থতায় গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় ইসরাইল ও হামাস।এটি আগামী রোববার (১৯ জানুয়ারি) থেকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে।৪২ দিনব্যাপী এ যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপে হামাস বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনি বন্দি মুক্তির বিনিময়ে ৩৩ ইসরাইলি জিম্মিকে হস্তান্তর করবে।

ব্লিঙ্কেনকে ভাষণকালে ‘গণহত্যামন্ত্রী’ বলে অভিশাপ দিলেন মুসলিম নারী

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধোত্তর গাজার পুনর্গঠন ও শাসন পরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরার সময় ফিলিস্তিনপন্থি এক নারী অ্যাক্টিভিস্টের তোপের মুখে পড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল। ভিডিওতে দেখা যায়, ব্লিঙ্কনের বক্তব্য দেওয়ার সময় একজন মুসলিম নারী চিৎকার করে তাকে ‘গণহত্যামন্ত্রী’ (সেক্রেটারি অব জেনোসাইড) আখ্যা দেয়। আলজাজিরা জানায়, মঙ্গলবার ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক থিংকট্যাংক আটলান্টিক কাউন্সিলে ব্লিঙ্কেন বক্তব্য রাখার সময় গাজাপন্থি বিক্ষোভকারীদের তোপের মুখে পড়েন। এসময় গাজাপন্থী এক নারী চিৎকার করে বলেন, “ব্লাডি ব্লিঙ্কেন, আপনি চিরকাল ‘সেক্রেটারি অব জেনোসাইড’ হিসেবে পরিচিত থাকবেন। আপনার হাতে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের রক্ত লেগে আছে।” তবে প্রতিবাদের মুখে মুখে পড়ার পরও শান্ত ছিলেন ব্লিঙ্কেন। তিনি বলেন, “আমি আপনাদের মতামতকে সম্মান করি। দয়া করে আমাকে কথা বলার সুযোগ দিন।”

লুটপাটের মুখে দক্ষিণ সুদানে কারফিউ জারি

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ সুদানের রাজধানী জুবায় বিক্ষোভ লুটপাটে রূপ নিয়েছে। এতে শহরটিতে রাত্রিকালীন কারফিউ জারি করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সুদানের একটি শহরে দক্ষিণ সুদানের ২৯ নাগরিকের মৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভকারীরা সুদানের মালিকানাধীন বেশ কয়েকটি দোকানে লুটপাট চালায়। এ সময় কর্তৃপক্ষ সতর্কতামূলক গুলি ছুড়েছিল। খবর এএফপির।
রাজধানী ও অন্যান্য শহরে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর দেশটির পুলিশপ্রধান আব্রাহাম মানইউয়াত রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে ঘোষণা করেন, পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে আমরা সন্ধ্যা ৬টা থেকে কারফিউ জারির নির্দেশ দিয়েছি। তিনি বলেন, এ পদক্ষেপ সরকারি এবং বেসরকারি সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছে।
দক্ষিণ সুদান ২০১১ সালে সুদান থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এরপর থেকে দেশটিতে অস্থিতিশীলতা চলছেই। নানা সহিংসতা এবং চরম দারিদ্র্যের মুখোমুখিও হয়েছে। সম্প্রতি ভয়াবহ বন্যা এবং খরার কারণে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে।
শুক্রবার জুবা শহরের বেশিরভাগ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে সেনা ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। তবে সকালে শহরের পাশাপাশি বোর, আওয়েল এবং ওয়াউ শহরে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়।
এ অবস্থায় দক্ষিণ সুদানের প্রেসিডেন্ট সালভা কির সবাইকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি আপনাদের সবাইকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানাচ্ছি এবং দক্ষিণ সুদান ও সুদান সরকারকে বিষয়টি সমাধানের সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সুদানের সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে হাজারও মানুষ নিহত হয়েছে। এক কোটি ২০ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং লাখো মানুষ দুর্ভিক্ষের মুখে পড়েছেন। সুদানের সেনাবাহিনী এ সপ্তাহে আরএসএফের কাছ থেকে ওয়াদ মাদানি পুনর্দখল করেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় বিধ্বস্ত সেই বিমানের ইঞ্জিনে পাওয়া গেল পাখির পালক ও রক্ত

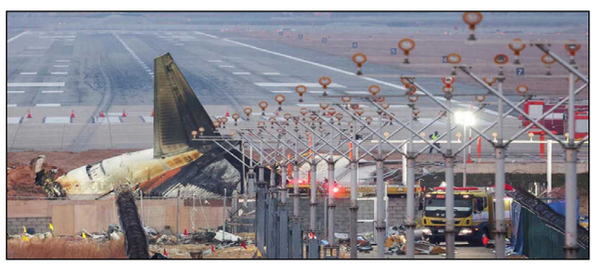

আপনজন ডেস্ক: গত মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় জেজু এয়ারলাইন্সের একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ১৭৯ জনের মৃত্যু হয়। ভয়াবহ ওই দুর্ঘটনায় অলৌকিকভাবে বেঁচে যান দুজন। বিমান বিধ্বস্তের পরপরই ধারণা করা হয়েছিল, পাখির আঘাতে হয়ত এটি মাটিতে আছড়ে পড়েছে।
বার্তাসংস্থা রয়টার্স শুক্রবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বিধ্বস্ত বিমানটির ইঞ্জিনের ভেতর পাখির পালক ও রক্ত পাওয়া গেছে।
তবে দক্ষিণ কোরিয়ার যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেনি।
গত ২৯ ডিসেম্বর থাইল্যান্ড থেকে জেজু এয়ারের ফ্লাইট ৭সি২২১৬ বিমানটি দক্ষিণ কোরিয়ার মুয়ান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসে। তবে কারিগরি ত্রুটির কারণে বিমানটির ল্যান্ডিং গিয়ার ও পেছনের চাকা কোনোটিই খোলেনি। এতে করে এটি চাকা ছাড়া অবতরণ করে। কিন্তু অবতরণের পরই রানওয়ে থেকে ছিটকে গিয়ে কংক্রিটের দেওয়ালে আঘাত হানে এটি। এতে সঙ্গে সঙ্গে বিমানটি বিস্ফোরিত হয়। ধারণা করা হচ্ছে, ওই দেওয়ালটি না থাকলে হয়ত বিমানটি বিস্ফোরিত নাও হতো।
বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার আগেই পাইলট পাখির আঘাতের ব্যাপারে কন্ট্রোল টাওয়ারকে অবহিত করেন। ওই সময় ‘মে ডে’ ঘোষণা করে রানওয়ের বিপরীত দিক দিয়ে বিমানটি অবতরণ করান তারা।
বিমানের দুর্ঘটনার কারণ জানতে সবচেয়ে বড় সহায়ক হয় ‘ব্ল্যাক বক্স’। যেটিতে একটি বিমানের সবকিছু রেকর্ড করা থাকে। তবে দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মকর্তারা জানিয়েছে, ওই বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার চার মিনিট আগে ব্যাক বক্সে রেকর্ড হওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরাইলকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করতে দেওয়া যাবে না: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলি সরকারকে গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করতে দেওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন এরদোগান।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরার বরাতে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে মেহের নিউজ এজেন্সি। সংবাদ সম্মেলনে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান গাজার জনগণের প্রতি তাদের বাধ্যবাধকতা বজায় রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘বিশ্বকে গাজার জনগণের প্রতি তাদের আইনি ও নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, ‘৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু নিহত হওয়ার পরও গাজা আত্মসর্পণ করেনি। তাদের দমন করা যায়নি। গাজাবাসীরা নিপীড়কদের কাছে মাথা নত করেনি। বুধবার (১৫ জানুয়ারি) দোহায় কাতার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মিশরের মধ্যস্থতায় গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় ইসরাইল ও হামাস। এটি আগামী রোববার (১৯ জানুয়ারি) থেকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। ৪২ দিনব্যাপী এ যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপে হামাস বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনি বন্দি মুক্তির বিনিময়ে ৩৩ ইসরাইলি জিম্মিকে হস্তান্তর করবে।

আগামী নির্বাচনে লড়বেন না জাস্টিন ট্রুডো

আপনজন ডেস্ক: কানাডার পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। এমনকি রাজনীতি থেকেও অবসর নেয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। এর আগে, ঘরে-বাইরে চাপের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেবেন বলে জানিয়েছিলেন ট্রুডো। বুধবার (১৫ জানুয়ারি) এক সংবাদ সম্মেলনে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান ট্রুডো। কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেন, আসন্ন নির্বাচনে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না। আমি এককভাবেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২০মি.

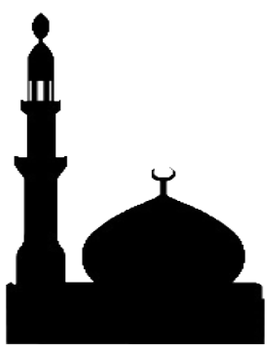

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৫	৬.১৯
যোহর	১১.৫২	
আসর	৩.৩৯	
মাগরিব	৫.২০	
এশা	৬.৩৩	
তাহাজ্জুদ	১১.০৭	

বিশ্বে ধূমপানের কারণে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু পাকিস্তানে

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বে ধূমপানজনিত কারণে মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি পাকিস্তানে। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলভুক্ত এই দেশটিতে প্রতি ১ লাখ মানুষের মধ্যে ৯১ দশমিক ১ জন মারা যান ধূমপানজনিত কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায়। এমনকি এই হার বৈশ্বিক এবং দক্ষিণ এশিয়ার গড় হারেরও বেশি। বর্তমানে বিশ্বে গড়ে প্রতি ১ লাখ মানুষের মধ্যে ধূমপানজনিত কারণে মৃত্যু হয় ৭২ দশমিক ৬ জনের, আর দক্ষিণ এশিয়ায় এই হার ৭৮ দশমিক ১ জন।

সিরিয়ার নতুন নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন আইসিসি প্রধান করিম খান

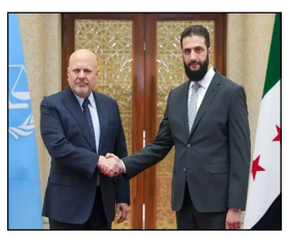

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) প্রধান কৌঁসুলি করিম খান শুক্রবার সিরিয়ার নতুন নেতা আহমেদ আল-শারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সানা জানিয়েছে, আল-শারার এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ আল-শাইবানির সঙ্গে আইসিসি প্রতিনিধিদলের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। গত ৮ ডিসেম্বর সিরিয়ার দীর্ঘদিনের শাসক বাশার আল-আসাদ উৎখাতের পর আল-শারার নেতৃত্বাধীন জোট হায়াত তাহরির আল-শাম ক্ষমতায় আসে। এই পরিবর্তন ১৩ বছরের যুদ্ধ এবং ৫ লাখেরও বেশি মানুষের মৃত্যুর পর ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা জাগিয়েছে। নতুন প্রশাসন আসাদ সরকারের সময় সংঘটিত নৃশংসতার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তারা জানিয়েছে, কারাগারে বন্দীদের ওপর নির্যাতনে জড়িত কর্মকর্তাদের ক্ষমা করা হবে না। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, এসব অপরাধে জড়িত যারা পালিয়েছে, তাদের ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করতে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সিরিয়ায় যুদ্ধাপরাধ নিয়ে আগে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। কারণ, সিরিয়া রোম চুক্তি অনুমোদন করেনি।

অবশেষে চুক্তিতে সই করলো রাশিয়া-ইরান

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়া ও ইরানের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মাসুদ পেজেশকিয়ান একটি ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি সই করেছেন। ক্রেমলিনে আলোচনার পর চুক্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বলে তাসের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, এই চুক্তি মস্কো ও তেহরানের মধ্যকার সম্পর্ককে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি কৌশলগত অংশীদার হিসেবে দুই দেশের মর্যাদা নিশ্চিত করবে। চুক্তিটি দীর্ঘমেয়াদে সহযোগিতার আরও বিকাশের জন্য একটি আইনি কাঠামোও সৃষ্টি করেছে। রাশিয়া ও ইরানের কর্মকর্তাদের মতে, প্রতিরক্ষা, সন্ত্রাস দমন, জ্বালানি, অর্থ, পরিবহন, শিল্প, কৃষি, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রকৌশলসহ সব ক্ষেত্রেই এই চুক্তি প্রযোজ্য। চুক্তির আগে মস্কোয় মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে বৈঠকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেন, আপনার আজকের সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আমরা কেবল আমাদের সহযোগিতার সমস্ত ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাব না, আমরা রাশিয়া ও ইরানের মধ্যে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বের বিষয়ে একটি প্রধান মৌলিক চুক্তিও সই করব। ইরানের সঙ্গে সব ক্ষেত্রে বাস্তবিক সহযোগিতা বাড়াতেই নতুন চুক্তি সই হচ্ছে। চুক্তির খসড়া তৈরির সময় রাশিয়ায় ইরানের রাষ্ট্রদূত কাজেম জালালি বলেছিলেন, ইরানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতা সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আল - আমীন ফাউন্ডেশন

বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ

ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে

যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯৩৬

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ৩ মাঘ ১৪৩১, ১৬ রজব ১৪৪৬ হিজরি

প্রতিবাদের নূতন ভাষা

প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্বে ইতালির শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা 'মোনালিসা' চিত্রকর্মটি এতটাই বিখ্যাত যে, ইহাকে প্রতিবাদের হাতিয়ার করিতে দেখা গিয়াছে বিভিন্ন সময়। সম্প্রতি, গত রবিবার ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত 'মোনালিসা' চিত্রকর্মের দিকে সুপ ছুড়িয়াছেন দুই বিক্ষোভকারী। যদিও চিত্রকর্মটি বুলেট প্রুফ কাচের মধ্যে সুরক্ষিত থাকায় ছবিটির কোনো ক্ষতি হয় নাই। মোনালিসার উপর আক্রমণ নূতন নহে। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে চিত্রকর্মটির উপর অ্যাসিড ছুড়িয়াছিলেন এক দর্শনার্থী। সেই সময় চিত্রকর্মটি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। পরে চিত্রকর্মটিকে প্রদর্শনের জন্য কাচের সুরক্ষাবলয়ের ভিতরে রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৯ সাল হইতে সুরক্ষা আরো মজবুত করিয়া চিত্রকর্মটিকে বুলেট প্রুফ কাচ দিয়া সুরক্ষিত করা হয়। ইহার পরও ২০২২ সালে চিত্রকর্মটির দিকে কেক ছুড়িয়া মারেন এক ব্যক্তি। গত রবিবারের ঘটনায় জানা যাইতেছে, যাহারা মোনালিসা চিত্রকর্মের উপর সুপ ছুড়িয়াছেন, তাহারা স্বাস্থ্যকর খাবার নিশ্চিত করিবার দাবি জানাইতে এমন অভিনব প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন যে, ফ্রান্সের কৃষিব্যবস্থা রুগ্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। ইতিপূর্বে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে বিগত কয়েক দিনে কৃষকদের বিক্ষোভ করিতে দেখা গিয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি, যুগে যুগে মানুষের ক্ষোভ বা বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে অভিনব সকল প্রতিবাদের ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে। মানববন্ধন ছিল একসময়ে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বব্যাপী সবচাইতে আকর্ষণীয়, গণতান্ত্রিক ও সভ্যতার প্রতীকী প্রতিবাদের ভাষা। এখানে কোনো শব্দ থাকে না, থাকে না সরব স্লোগান। নিঃশব্দ সচেতন মানুষ তাহার ন্যায়সংগত দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড বা ব্যানার হাতে লইয়া জনগণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে সারিবদ্ধভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে। এইভাবে সমগ্র বিশ্বেই প্রতিবাদের বিচিত্র ভাষা সরব থাকিতে দেখা যায়। কিছুদিন পূর্বে ভারতের মহারাষ্ট্রে এক ব্যক্তি সরকারের দেওয়া জমি পাইলেও তাহার দলিল পান নাই। প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরিয়াও তাহার লাভ হয় নাই। শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদের জন্য অভিনব এক পথ লইয়াছিলেন সেই মহারাষ্ট্রের কৃষক। তিনি মাটিতে পুঁতিয়া দিয়াছিলেন নিজের শরীর। মাটির উপরে ছিল কেবল তাহার মুণ্ডখানি।

আমাদের দেশেও সরকারের বা কোনো ব্যক্তির গৃহীত কোনো কাজে দ্বিমত প্রকাশ করিতে গিয়া কখনো প্রতিবাদ রূপ লয় সহিংসতায়। কখনো অনশন পালন করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয় মৌন মিছিল। করা হয় অবস্থান ধর্মঘট, অর্থাত্ একটি স্থানে বসিয়া পড়া। আবার শৃঙ্খলিতভাবে ব্যানার লইয়াও দাঁড়াইয়া থাকিতেও দেখা যায়। এমনকি কখনো কখনো কাফনের কাপড় পরিধান করিয়া প্রতিবাদ জানানো হয়, যাহার অর্থ হইল সিদ্ধান্তটি পরিবর্তনে প্রয়োজনে জীবন দিতে প্রস্তুত। প্রত্যেক ধরনের প্রতিবাদেরই উদ্দেশ্য থাকে। তাহার মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্য হইল, জনমত গঠন এবং সরকারকে বা যে বিষয়ে বা যাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাহাকে সিদ্ধান্ত হইতে সরিয়া আসিতে বাধ্য করার চেষ্টা। ইহা ছাড়া আরো বিনম্র প্রতিবাদও দেখা যায়। যেমন—ছবি আঁকিয়া প্রতিবাদ, গ্রাফিতি আঁকিয়া কিংবা গণসংগীত, দেশাত্মবোধক অথবা সুনির্দিষ্ট কোনো গান পরিবেশন করিয়া প্রতিবাদ, পাহাড় বা উঁচু ভবনে উঠিয়া প্রতিবাদ। কয়েক বত্সর পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র একটি অভিনব প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত একটি পুরাতন কৃষ্ণচূড়া গাছ কাটিয়া ফেলিবার কারণে তাহারা কাটিয়া ফেলা গাছের একটি গুঁড়িকে সাদা কাপড়ে মুড়াইয়া মিছিল করে। অর্থাত্ তাহারা ইহাকে বৃক্ষ হত্যা বলিয়া বিবেচনা করে। ইহার সহিত ঐ গাছটি যেইখানে ছিল তাহার পার্শ্বের একটি নূতন কৃষ্ণচূড়ার চারা লাগাইয়া দিয়াছিল।

আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন, সংগ্রাম, রাজনীতি আর জনজীবনকে ঘিরিয়া বিচিত্র সকল প্রতিবাদের উদাহরণ তৈরি হইয়াছে। প্রতিবাদের নূতন নূতন ভাষার বিকাশ অব্যাহত থাকুক। তবে প্রতিবাদ হইতে হইবে ন্যায্য ও জনমুখী। এবং উহা যেন কাহারো ক্ষতি না করে। বিচিত্র সকল ভাষায় ন্যায্য প্রতিবাদে উদ্ভাসিত হউক রাষ্ট্র-সমাজের অলিন্দ। দূর হউক যত অনিয়ম, অন্যায়।

•••••••••••••

চিকিৎসকদের সঙ্গে আরও একবার 'সংঘাতের' পথে মমতার সরকার?

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতালের সুপারসহ ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অনিয়ম, কাজে গাফিলতি, সরকারি হাসপাতালে না এসে বেসরকারি হাসপাতালে পরিষেবা দেওয়া, সিনিয়র চিকিৎসকের অনুপস্থিতিতে জুনিয়র ডাক্তারদের দিয়ে সার্জারি করানোর মতো অভিযোগ তোলা হয়েছে। লিখেছেন **রূপসা সেনগুপ্ত**। বিবিসি নিউজ বাংলার সৌজন্যে তা প্রকাশ করা হল।

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতালের সুপারসহ ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অনিয়ম, কাজে গাফিলতি, সরকারি হাসপাতালে না এসে বেসরকারি হাসপাতালে পরিষেবা দেওয়া, সিনিয়র চিকিৎসকের অনুপস্থিতিতে জুনিয়র ডাক্তারদের দিয়ে সার্জারি করানোর মতো অভিযোগ তোলা হয়েছে। অভিযোগ ওঠে, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যে পাঁচ জন প্রসূতি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাদের বিতর্কিত একটি স্যালাইন ও ওষুধ দেওয়া হয়েছিল।

রিঙ্গারস ল্যাকটেট (আরএল) দ্রবণ বা চলতি কথায় বলতে গেলে স্যালাইন দেওয়া হয়েছিল সেখান থেকেই সমস্যার সূত্রপাত।

ওই স্যালাইনের বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছিল কর্ণাটক সরকার এবং প্রস্তুতকারক সেই কম্পানিকে নিষিদ্ধ তালিকায় রাখা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তা ব্যবহার করা হচ্ছিল। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। ড্রাগ কন্ট্রোলার জানানো সত্ত্বেও "এই স্যালাইন ব্যবহার বন্ধ করতে ১০ দিনেরও বেশি সময় কেন লাগল" সে বিষয়ে রাজ্যকে প্রশ্ন করেছে আদালত।

অন্যদিকে, সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য চিকিৎসকদেরই দায়ী করেছে রাজ্য সরকার। নবান্নে আয়োজিত এক বৈঠকে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেছেন, "যাদের কাছে মানুষের ভাগ্য বাঁধা থাকে, যাদের হাতে সন্তানের জন্ম হয়, তারা যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটত না।"

নবান্নে বৈঠকের পর থেকেই তৃণমূলের সমালোচনা করছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো।

অন্যদিকে, আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় বিচার ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিসহ অন্যান্য দাবি নিয়ে আন্দোলনে সামিলদের 'নিশানা' করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন প্রতিবাদী জুনিয়র ডাক্তাররা। তাদের অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক ঘটনায় তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে।

প্রসূতির মৃত্যু

গত ৮ জানুয়ারি মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সিজারের পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন পাঁচজন প্রসূতি। এদের মধ্যে মামনি রুই দাস নামে এক প্রসূতির মৃত্যু হয় গত সপ্তাহে। ক্রমে বাকিদের অবস্থারও অবনতি হয়। মৃত নারীর পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ।

তবে স্বজনদের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে অভিযোগ ওঠে, স্যালাইনের কারণে এই ঘটনা। পাশাপাশি প্রসূতিদের যে ওষুধ দেওয়া হয়েছিল সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে থাকে।

তবে এই অভিযোগের পক্ষে এখনও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অসুস্থ ওই প্রসূতিদের মধ্যে তিনজনকে কলকাতায় আনা হয়। রেখা সাউ নামে এক প্রসূতির চিকিৎসা চলছিল মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজেই। তার সদ্যজাত সন্তানের মৃত্যু হয় গতকাল বৃহস্পতিবার।

এই ঘটনাকে ঘিরে বিভিন্ন মহল থেকে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়। কেন ওই স্যালাইন ব্যবহার করা হচ্ছে সে নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। শুরু হয় রাজনৈতিক আক্রমণ।

এদিকে, ঘটনা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করে রাজ্য সরকার। সেই রিপোর্ট বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে আনেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী কী বলেছেন

নবান্নে বৃহস্পতিবারের বৈঠকে জানানো হয়, প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় ১৩ সদস্যের এক কমিটি এবং সিআইডি তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়া গেছে। দু'পক্ষের রিপোর্টেই সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের গাফিলতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বলে জানান মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

অভিযোগ, আরএমও এবং সিনিয়র চিকিৎসকরা অনুপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে একজন ওই একই সময়ে বেসরকারি হাসপাতালে অপারেশনে অংশ নিয়েছেন। তবে প্রসূতিদের অপারেশনের সময় উপস্থিত ছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা, তারাই সার্জারি করেছেন। এমন একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের সুপার, দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগের প্রধান, সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তার এবং ছয়জন জুনিয়র ডাক্তারকে সাসপেন্ড করা হয়। মমতা ব্যানার্জী জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য দফতরের অভিযোগকে এফআইআর হিসাবে মান্যতা দিয়ে এই চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজু করা হবে। সিআইডি সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "চিকিৎসা শাস্ত্রে যারা জয়েন করেছেন তাদের (কাছে) সেবাটা মূল কাজ। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা। চিকিৎসা এক মিনিটও ওয়েট করে না কারও জন্য। সিজার করেন সিনিয়র ডাক্তারা। এত স্টাফ, এত নতুন নতুন বিল্ডিং, এত টাকা বাড়ানো হয়েছে, মেডিক্যাল কলেজ বাড়ানো হয়েছে রোগী যাতে পরিষেবা পায় সেটা দেখতে হবে।"

চিকিৎসকদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সরকারের একটি পলিসি আছে। সিনিয়র চিকিৎসকদের ৮ ঘন্টা ডিউটি করার কথা। সঠিক সময়ে চিকিৎসা এবং পরিষেবা দিতে হবে।"

অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ

মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পর থেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় একাধিক চিকিৎসক সংগঠনকে। জুনিয়র চিকিৎসকদের ওপর থেকে বরখাস্তের আদেশ তুলে নেওয়ার দাবিতে পূর্ণ কর্মবিরতির কথা ঘোষণা করেন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা।

চিকিৎসকদের পাল্টা দাবি, যে স্যালাইন ও ওষুধ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে সে বিষয়ে আগেই স্বাস্থ্য দফতরকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের তরফে ড. অনিকেত মাহাত বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সিনিয়র ও জুনিয়র চিকিৎসকদের সাসপেন্ড করতেই পারেন। কিন্তু প্রধান প্রশ্ন হলো প্রসূতি মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী? সবার আগে এটা খুঁজে বের করা দরকার।"

"২০১৫ সালে একজন চিকিৎসক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন আরএল থেকে সমস্যা হচ্ছে। তারপরও কেন তা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা নিয়ে তদন্ত হোক।"

তার অভিযোগ, বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা স্যালাইন ও ওষুধের ব্যবহারের কারণে এর আগেও প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে।

"২০২২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন হাসপাতালে আরএল এবং কিছু ওষুধ ব্যবহারের পর প্রসূতিদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে একই প্যাটার্ন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সেটা কেন হয়েছিল? আর পিজিটিরা কী দোষ করল, তারা তো ট্রেইনি। আসলে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অব্যবস্থা ঢাকতে কিছু জুনিয়র চিকিৎসককে নিশানা করা হচ্ছে।"

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত ড. সোহম পালের অভিযোগ, ওই হাসপাতালের ছয়জন জুনিয়র চিকিৎসককে 'বলির পাঁঠা' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তার কথায়, "প্রসূতি মৃত্যুর দায় যে জুনিয়র চিকিৎসকদের ওপরও চাপানো হচ্ছে, সেটা লজ্জাজনক। বিষয়টা নিয়ে ভালোভাবে তদন্ত হোক। আরএল নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে তারও তদন্ত হোক। এরপর সিদ্ধান্ত নিক। তড়িঘড়ি এই জুনিয়র ডাক্তারদের সাসপেন্ড করার বিষয় নিয়ে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি।"

প্রসঙ্গত, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন হয়েছিল, সেই সময় থেকেই ডাক্তারদের একাংশের সঙ্গে রাজ্য সরকারের 'সংঘাত' বাঁধে।

আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা পুলিশ ও স্বাস্থ্য দফতরের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সরব হন। সরকারি কলেজে কর্তব্যরত জুনিয়র চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্তে পুলিশের ভূমিকা, তথ্য গোপন, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি, পরিকাঠামোর অবনতির অভিযোগ তোলেন তারা। সেই সময় আন্দোলনরত চিকিৎসকদের কর্মবিরতি তুলে নিয়ে কাজে যোগ দেওয়ানোর বিষয়ে রাজি করাতে 'বেগ পেতে' হয়েছিল রাজ্যকে। মুখ্যমন্ত্রীকেও একাধিকবার মধ্যস্থতা করতে হয়। এদিকে আরজি কর মামলার রায় ঘোষণা হওয়ার কথা শনিবার। তার আগে মেদিনীপুরের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে আবার সংঘাতের বাঁধছে কি না সে বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

'অভিযোগ' আগেও ছিল

সরকারি চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে গাফিলতি এবং হাসপাতালে পরিষেবা না দিয়ে প্রাইভেট প্র্যাক্টিসের অভিযোগ নতুন নয়। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে মুখ্যমন্ত্রীসহ প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় অনেকেই এই বিষয়ে সোচ্চারও হয়েছেন। দায়িত্বে 'অবহেলা' করে বেসরকারি হাসপাতালে প্র্যাক্টিসসহ একাধিক অনিয়ম রুখতে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও অতীতে দিতে দেখা গিয়েছিল রাজ্য সরকারকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতার এক সরকারি মেডিক্যেল কলেজ থেকে সদ্য পাশ হওয়া চিকিৎসক বলেছেন, "জুনিয়র ডাক্তারদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে তো হাসপাতালের সিংহভাগ কাজ চলে। সিনিয়র ডাক্তাররা ক'বার রাউন্ডে আসেন? এখানেও জুনিয়র চিকিৎসকরাই সমস্যায় পড়েছে।" একই অভিযোগ শোনা গেছে রোগীর পরিবারের সদস্যদের দিক থেকেও। "বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পসরা বাড়াতে ব্যস্ত থাকেন ডাক্তাররা। সরকারি হাসপাতালে রোগীদের দেখার সময় কোথায় তাদের?" প্রশ্ন তুলেছেন পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক এক রোগীর এক স্বজন। শুধু তাই নয়, চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যবহার নিয়েও অভিযোগ নতুন নয়। সেই বিষয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীও।

চিকিৎসকরা কী বলছেন?

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় নিজের 'দায় এড়াতে' জুনিয়র চিকিৎসকদের নিশানা করা হচ্ছে বলে মনে করেন চিকিৎসকদের অনেকে। ড. অনিকেত মাহাত বিবিসি বাংলাকে বলেন, "যদি চিকিৎসকদের গাফিলতিই হয় তাহলে মামনি রুইদাসের পোস্টমর্টেম রিপোর্টে সার্জিকাল প্রসিডিওরে কোনো ত্রুটির কথা উল্লেখ নেই কেন। সেখানে লেখা রয়েছে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ। সেটা কোনো অ্যালার্জিক অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশন থেকে হয়েছে। "

"আরএল-এর কারণে প্রসূতির মৃত্যু নতুন ঘটনা নয়। আমরা চিকিৎসকরা এটা প্রত্যক্ষ করেছি। আর যদি সাম্প্রতিক ঘটনা ডাক্তারদের গাফিলতিতেই হয় তাহলে গত কয়েক বছরে যে প্রসূতি মৃত্যু দেখা গিয়েছে সেটা কেন? আরএল ব্যবহারের পর এই একই প্যাটার্নে প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে," যুক্ত করেন তিনি।

জুনিয়র চিকিৎসকদের সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করছেন তারা। ড. মাহাত বলেছেন, "পিজিটিদের কী দোষ ছিল? তারা তো ট্রেইনি, তারা তো সিনিয়রদের বলতে পারে না যে আপনারা থাকুন। সেটা দেখার দায়িত্ব তো কর্তৃপক্ষের। সেটা তারা করেনি কেন? এখন দোষ দেওয়া হচ্ছে জুনিয়র চিকিৎসকদের।"

ড. সোহম পাল জানিয়েছেন, রোগীদের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা অটুট রয়েছে। তার কথায়, "জুনিয়র চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে যে কর্তব্যে গাফিলতির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আমরা পূর্ণ কর্মবিরতির কথা ঘোষণা করেও পিছিয়ে এসে আংশিকভাবে পালন করছি। তার একটাই কারণ, রোগীদের পরিষেবা। আমরা জরুরি পরিষেবা বন্ধ করিনি।"

সংঘাতের সূত্রপাত?

সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে চিকিৎসক সমাজ ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সংঘাতের আবহ তৈরি হচ্ছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

আন্দোলনের অন্যতম মুখ আসফাকুল্লা নাইয়াকে শোকজ় করেছে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, পিজিটি (পোস্ট গ্যাজুয়েট ট্রেনি) হয়েও ইএনটি বিশেষজ্ঞের পরিচয় দিয়ে চিকিৎসা করেছেন তিনি।

এদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে তার কাকদ্বীপের বাড়িতে হানা দেয় বিধাননগর পুলিশ।

ড. আসফাকুল্লা বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ''ভয় দেখানোর জন্যই এ সব করা হচ্ছে। প্রথমে সই-তারিখ ছাড়া রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের নোটিস। এর পর বাড়িতে পুলিশের তল্লাশি।" তবে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে রাজ্য যে কড়া অবস্থান নিতে চলেছে তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল আগে থেকেই।

একাধিকবার তাকে উল্লেখ করতে শোনা গিয়েছিল সেই সমস্ত চিকিৎসকদের বিষয়ে যারা সরকারি হাসপাতালে 'দায়িত্ব এড়িয়ে' বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করছেন। গত বছর অক্টোবর মাসে বৈঠকেও কড়া অবস্থান নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে আরজি কর আন্দোলনের সময় জুনিয়র ডাক্তাররা যে দুর্নীতি, হুমকি, অব্যবস্থার মতো অভিযোগ তুলেছিলেন, সেগুলো সঠিক। আর সেগুলো প্রকাশ্যে চলে আসছে বলে তড়িঘড়ি জুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো।" "শুধু এটা নয়, সাম্প্রতিক সময়ে ঘটনাবলীর দিকে নজর দিলেই বোঝা যাবে জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতি প্রতিশোধ নিতে তাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। ওই স্যালাইন বা ওষুধ তো জুনিয়র ডাক্তাররা কেনেনি।"

চিকিৎসক সৌরিন ঘোষ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে ছিলেন। বর্তমানে তিনি আরজি কর হাসপাতালে সার্জারি বিভাগের সিনিয়র রেসিডেন্ট। তার কথায়, "পুরো বিষয়টাই কিন্তু খুব লজ্জাজনক। সার্জারির সময় সিনিয়রদের থাকার কথা। সিনিয়র চিকিৎসকরা যদি না থাকেন তাহলে তারা কী করবে?" আরজি করের ঘটনায় আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কড়া মনোভাবের কারণেই রাজ্য সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কেউ এটা ভাবলে ভুল নাও হতে পারে– এমনটা জানিয়ে ড. পাল বলেন, "সরাসরি বলা সম্ভব নয়। তবে শুভবুদ্ধি ও বিবেচনা সম্পন্ন মানুষেরা ঠিক এটাই মনে করবেন।"

ইসরায়েল সব জায়গায় ব্যর্থ হয়েছে

ডেভিড হার্স্ট

গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে উঠেছিলেন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। প্রায় দুই মাস আগে তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রী ১৫ মাসব্যাপী যুদ্ধের প্রধান স্থপতি ইয়োভ গ্যালান্টের পদত্যাগ এ বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছিল।

গ্যালান্ট সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে গাজায় সেনাবাহিনীর আর কিছু করার নেই। তবু নেতানিয়াহু তাঁর অবস্থানে অনড় থাকেন।

তিনি সিআইএর পরিচালক উইলিয়াম বার্নসের উপস্থিতিতে হামাসের সঙ্গে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে রাফায় সামরিক অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। নেতানিয়াহুর লক্ষ্য ছিল উত্তর গাজাকে খালি করে সেখানে ইসরায়েলিদের পুনর্বাসন করা। এই পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সামরিক রাস্তা আর চৌকি দিয়ে আটকে গাজার কেন্দ্র বরাবর ইসরায়েলি সীমান্ত থেকে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত একটি করিডর তৈরি করা। এই করিডর কার্যত গাজার ভূমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দখল করত। তৈরি হতো গাজার নতুন উত্তর সীমান্ত। উত্তর গাজা থেকে বিতাড়িত কোনো ফিলিস্তিনিকে সেখানে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো না। বাইডেন প্রশাসনের কেউই নেতানিয়াহুকে এই পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করতে জোর করেননি। আর এখন খসড়া চুক্তি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করছে যে ফিলিস্তিনিরা তাদের বাড়িতে, এমনকি উত্তর গাজাতেও ফিরে যেতে পারবে। গাজার বাসিন্দাদের বিতাড়িত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এটি ইসরায়েলের স্থল আক্রমণের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

ইসরায়েলি বিমানবাহিনীর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে নতুন সরবরাহ না পেলে কয়েক মাসের মধ্যে তাদের বোমা ফুরিয়ে যেত।

ইসরায়েলি জনগণ ভাবছে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পথে। অথচ ইসরায়েলের বড় কোনো লক্ষ্য অর্জিত হয়নি।

অক্টোবর ২০২৩-এ দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের আকস্মিক আক্রমণের পরে নেতানিয়াহু এবং ইসরায়েলি সেনাবাহিনী হামাসকে 'ধ্বংস' করার লক্ষ্যে হামলা শুরু করেছিল। তবে স্পষ্টতই তারা এ লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি।

হামাস ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে এসে প্রতিরোধ করেছে। গাজার উত্তরের সাম্প্রতিক সামরিক অভিযানের শুরু থেকে এই অঞ্চলে ৫৫ জন ইসরায়েলি অফিসার এবং সেনা নিহত হয়েছে। যদি আজ কোনো সেনাবাহিনী রক্তাক্ত এবং ক্লান্ত হয়ে থাকে, তবে তা ইসরায়েলের।

গাজায় ফিলিস্তিনি জনগণের ভূমি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মাত্র ৩৬০ বর্গকিলোমিটার এই এলাকা পুরোপুরি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। তাদের কোনো মিত্র অবরোধ ভাঙতে এগিয়ে আসেনি। কিন্তু তবু জনগণ ছিল দৃঢ়সংকল্প। তারা নিজের মাটিতে থাকবেই।

বাধ্যতামূলক অনাহার, শীতে কষ্ট, রোগ, মৃত্যু, দখলদারদের হাতে নির্মমতা এবং দলবদ্ধ ধর্ষণ...কোনো কিছুই তাদের জমি ছাড়তে বাধ্য করতে পারেনি। ফিলিস্তিনি যোদ্ধা এবং বেসামরিক জনগণ আগে এমন প্রতিরোধ দেখায়নি।

এই প্রতিরোধযুদ্ধের গতিপথ পাল্টে দিতে পারে। দিয়েছেও। কারণ, ইসরায়েল তার গাজা ধ্বংসের প্রচেষ্টায় যা হারিয়েছে, তার হিসাব করা অসম্ভব। দেশটি বিশ্ব জনমতের চোখে নিজেকে এক উদার গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েক দশক ধরে চেষ্টা করেছে। এসব অর্থনৈতিক, সামরিক এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টা নিছক অপচয় হলো।

ইসরায়েল পশ্চিমের একটি প্রজন্মের সমর্থন হারিয়েছে। যে প্রজন্মের স্মৃতি ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার গল্প মনে করতে পারে, বাইডেন তাদের শেষ প্রেসিডেন্ট।

আমেরিকান ইহুদি কিশোর-কিশোরীদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি হামাসের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদের ৪২ শতাংশ মনে করে যে ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে। আর ৬৬ শতাংশ পুরো ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে।

গাজা যুদ্ধ ভবিষ্যৎ বিশ্বনেতাদের চোখে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের এক নতুন দৃষ্টিকোণ তৈরি করে দিয়েছে। ২০২৩ সালের ৬ অক্টোবর ইসরায়েল ভেবেছিল যে তারা ফিলিস্তিন সমস্যার ইতি টেনেছে। ভেবেছিল যে বিশ্বমতামত তাদের পক্ষে। কিন্তু বাস্তবতা মোটেই তা নয়।

পশ্চিমা সরকারগুলো প্রথমে যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদকে ইহুদিবিদ্বেষ বলে নিন্দা করেছিল। পরে একে সন্ত্রাসবাদ বলে আইন করে দমন করা হয়েছে। কিন্তু দুনিয়াজোড়া এই প্রতিবাদগুলো ফিলিস্তিন মুক্তির জন্য একটি বৈশ্বিক ফ্রন্ট গড়ে তুলেছে। ইসরায়েল বর্জনের আন্দোলন আগের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

ইসরায়েল আজ আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। নেতানিয়াহু ও গ্যালান্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আদালতে গণহত্যার মামলা চলছে। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলোর আদালতে আরও অসংখ্য মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তাদের গাজা অভিযানে অংশগ্রহণকারী সেনাদের পরিচয় গোপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ, তারা আশঙ্কা করছে যে বিদেশ ভ্রমণের সময় তাদের বিচারিক প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হবে। এই বড় পদক্ষেপ ছোট এক সংগঠনের কারণে সম্ভব হয়েছে। এই সংগঠনের নাম ইসরায়েলি সেনাদের হাতে নিহত হওয়া ছয় বছর বয়সী একটি শিশু হিন্দ রজবের নামে।

বেলজিয়ামভিত্তিক এই সংগঠন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে এক হাজার ইসরায়েলির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের প্রমাণ জমা দিয়েছে।

গাজায় যুদ্ধবিরতির ফলে ফিলিস্তিনের দুঃস্বপ্ন শেষ হয়নি। তবে ইসরায়েলের জন্য নতুন সমস্যার শুরু হয়েছে।

ইসরায়েলের অভ্যন্তরে বিভক্ত এখন যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। হারেদিম নামে এক সম্প্রদায় সামরিক সেবায় যোগ দিতে অস্বীকার করছে। সেক্যুলার ও জাতীয়তাবাদী ধর্মীয় জায়নিস্টদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

সেটলার কট্টরপন্থীরা বুঝতে পেরেছে যে 'গ্রেটার ইসরায়েল' প্রতিষ্ঠার সুযোগ সামরিক বিজয়ের কাছাকাছি এসেও হারিয়ে গেছে।

ইরানের প্রতিরোধ অক্ষ ভালোই ধাক্কা খেয়েছে। হিজবুল্লাহর নেতৃত্ব ধ্বংস হয়েছে। সিরিয়ায় অতিরিক্ত চাপের মুখে পড়েছে তারা। তবু হামাসের মতো, হিজবুল্লাহকেও শক্তি হিসেবে ধ্বংস করা যায়নি।

গাজার এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরে চলমান দমন–পীড়নের কারণে সুন্নি আরব বিশ্ব আগের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষুব্ধ। গাজার জনগণ দেখিয়েছে যে তারা এক সর্বাত্মক যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েও নিজেদের ভূমি ছেড়ে যায়নি। তারা বুক ফুলিয়ে জানিয়েছে যে দখলদারেরা যত চাপই দিক না কেন, আরেকটি নাকবা তারা ঘটতে দেবে না।

গাজা ইসরায়েলকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে ফিলিস্তিনিরা আছে। যতক্ষণ না ইসরায়েল তাদের সমান অধিকারের ভিত্তিতে কথা বলবে, তারা শান্ত হবে না।

ডেভিড হার্স্ট মিডল ইস্ট আইয়ের প্রধান সম্পাদক

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ

প্রথম নজর

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় শাঁখারী গ্রামের প্রাচীন সম্পদ

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার খন্ডোঘোষ থানার অন্তর্গত শাঁখারী গ্রামের ঐতিহ্যবাহী মজুমদার পরিবারের প্রাচীন সম্পদ, যা বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বহন করে, এবার স্থান পেয়েছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায়। মজুমদার পরিবারের ৩৫০ বছরেরও বেশি প্রাচীন টেরাকোটা শিল্প সমৃদ্ধ রাধা গোবিন্দ মন্দির এবং ঐতিহ্যবাহী পালকি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি-পত্র তুলে দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে।

ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহনকারী পালকি মজুমদার পরিবারের প্রাচীন পালকি, যা একসময় বাংলার লোকযান হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, আজ বাংলার ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই পালকিটি শুধু একটি যানবাহন নয়, বরং বাংলার গ্রামীণ সমাজ এবং তৎকালীন অভিজাত পরিবারের ঐতিহ্যের প্রতীক। ৩৫০ বছরের বেশি পুরনো এই পালকিটি বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি এবং নৈপুণ্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

রাধা গোবিন্দ মন্দিরের টেরাকোটা শিল্প মজুমদার পরিবারের রাধা গোবিন্দ মন্দির বাংলার ঐতিহ্যবাহী টেরাকোটা শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। মন্দিরের দেয়ালে খোদাই করা শিল্পকর্ম বাংলার সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক বহির্প্রকাশ। মন্দিরটি ১৭০০ সালের দিকে নির্মিত হয় বলে অনুমান করা হয় এবং এটি সেই সময়ের কারুশিল্পের উৎকর্ষতার এক প্রমাণ।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রশাসক ডেভিড ম্যাকাচিয়েন মজুমদার পরিবারের ঐতিহ্য এবং রাধা গোবিন্দ মন্দিরের শিল্পকর্ম নিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। তার লিখিত চিঠিপত্র এবং গবেষণাপত্র সেই সময়ের ঐতিহাসিক ও সামাজিক গবেষণায় অত্যন্ত মূল্যবান দলিল। এই চিঠিপত্রগুলি এখন থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত থাকবে।

৩৫০ বছরের ঐতিহ্য সংরক্ষণের এই উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হয় মজুমদার পরিবারের বর্তমান সদস্যদের সহযোগিতায়। সীতেশ চন্দ্র মজুমদারের পুত্র শ্রী অমিত কুমার মজুমদার এবং তার স্ত্রী মহুয়া মজুমদার আনুষ্ঠানিকভাবে পালকি ও নথিপত্র বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালার দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রী শ্যামসুন্দর বেড়ার হাতে তুলে দেন। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অমিত বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র অনিকেত মজুমদার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মী।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা পূর্ব বঙ্গের ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং প্রদর্শনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে কাজ করছে। এই পালকি ও নথিপত্রের অন্তর্ভুক্তি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবে না, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল অধ্যায় উন্মোচন করবে। মজুমদার পরিবারের এই উদ্যোগ প্রমাণ করে যে বাংলার ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করার জন্য ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো বাংলার অতীতের সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের সংযোগ তৈরি করবে এবং ঐতিহ্যের গুরুত্ব বোঝাবে।

পায়ের আঙুল ফুটিয়ে ইন্ডিয়া বুকে রেকর্ড

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ১ মিনিটে ১১৬ বার পায়ের আঙ্গুল ফুটিয়ে ইন্ডিয়া বুক রেকর্ডে নজর করলেন বোলপুর চিত্রা মরে বাসিন্দা চৈতালি গড়াই এমনটাই জানালেন।

পাশাপাশি তিনি বলেন ছোটবেলা থেকেই আমি এই পায়ের আঙ্গুর ফুটিয়ে নিজেকে তৈরি করেছি তারপর জানতে পারলাম ইন্ডিয়া বুক রেকর্ডের কথা সেই মতো আমি পায়ের আঙ্গুলের ভিডিও করে ইন্ডিয়া বুক রেকর্ড কে পাঠিয়েছিলাম ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ সালে তারপর তারা আমাকে সিলেক্ট করে।

এরপর কুরিয়ারে মাধ্যমে চৈতালি গড়ায় কে তার প্রাপ্য সম্মান ইন্ডিয়া বুক রেকর্ডের তরফ থেকে কুড়িয়ারে পাঠানো হয়।

চৈতালি গড়াই বলেন আমি ইন্ডিয়া বুক রেকর্ড থেকে সম্মানিত পেয়ে খুবই খুশি এবং আগামী দিনে গিরিশ বুকে নাম লেখাতে চাই বললেন চৈতালি রায়।

ধনিয়াখালিতে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি উৎসব

শেখ সিরাজ ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার ধনিয়াখালি বাসস্ট্যান্ডে পানিনি নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালনায় ১২ ই জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে গেছে ধনিয়াখালি ব্লক ও যাত্রা প্রতিযোগিতা গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি ও বই মেলা উৎসব । মেলা চলবে ২৬ শে জানুয়ারি পর্যন্ত।

বৃহস্পতিবার হাওড়া, হুগলি , দুই বর্ধমান জেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে ও নামিদামি কবিরা উপস্থিত হয়েছিলেন। মেলা কমিটির সভাপতি নৌশাদ মল্লিক , সম্পাদক পার্থ দাস ছাড়াও রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত কবি ড: রমলা মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট কবি শেখ সিরাজ, রনজিৎ হালদার, অচিন্ত্য বন্দোপাধ্যায়, নাসিরা বেগম , সুলেখা চৌধুরী , বন্দনা মালিক, রাজেকা খাতুন, অমিয়া বন্দোপাধ্যায়, দীপা মিত্র, কাশীনাথ মোদক, রাজু শর্মা, বিজন দাস, শিবরাম চট্টোপাধ্যায়, মাধবী দত্ত, অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় ,তরুণ কুন্ডু, মলয় মাঝি ,সুফি রফিকুল ইসলাম, শেখ আব্দুল মান্নান, জারিফুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ও স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন । অনুষ্ঠানে দুই শিশু শিল্পী রিশান মন্ডল ও সমৃদ্ধ দাসের কবিতা দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করে । অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অনুপ কুমার গাঙ্গুলী।

মুর্শিদাবাদ এস্টেটে বাসিন্দাদের ঘরে তালা, প্রতিবাদে পথ অবরোধ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ এস্টেটের জায়গায় বসবাসকারীদের বাড়িতে এবং স্থানীয় দোকানে তালা দেওয়ার প্রতিবাদে পথ অবরোধ লালবাগে। মুর্শিদাবাদ পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাউলিবাগ, শালবাগান, নাগিনাবাগ, কদমশরিফ এলাকায় মুর্শিদাবাদ এস্টেটের জায়গায় বসবাস করে আখেরিগঞ্জের ভাঙনে সর্বহারা ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দারা।

প্রায় চার দশক আগে ভগবানগোলা-২ ব্লকের সীমান্তবর্তী আখরীগঞ্জ এলাকায় পদ্মার ভাঙন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। ঘরছাড়া হয়েছিল কয়েক হাজার পরিবার।

বর্তমান সময়ে তারা জেলার বিভিন্ন বসতি বা কলোনীর পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ শহরের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস শুরু করে। লালবাগে সেই যায়গায় বসবাসের পাশাপাশি অনেকেই গড়েছেন নিজেদের দোকান। মুর্শিদাবাদ এস্টেটের তরফ থেকে সেইসব বাড়ি এবং দোকানে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার দুপুরে লালবাগ পাঁচরাহা বাজার মোড়ে রাস্তা অবরোধ করে বাসিন্দারা।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'পরিমানের চাইতে বেশী অর্থ চাওয়া হয়েছে তাই এই পথ অবরোধ করেছি আমরা।'

বিষয়টি নিয়ে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন এস্টেট ম্যানেজার বিপ্লব সরকার। তারপরেই অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষোভকারীরা। এস্টেট ম্যানেজার বিপ্লব সরকার বলেন, 'সরকারি নিয়ম মেনেই ভাড়া ধার্য করা হয়েছে।

বারংবার নোটিশ দেওয়ার পরেও যারা কর্ণপাত করেনি, তাদের ৫ টি বড় দোকানে তালা ঝোলানো হয়েছে। বাড়তি অর্থের যে কথা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বানানো গল্প।'

যদিও এই বিষয়ে সিপিএমের মুর্শিদাবাদ পশ্চিম এরিয়া কমিটির সম্পাদক মনু শেখ বলেন, 'আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি দু'জন এস্টেট অফিসের কর্মী দায়িত্ব নিয়ে ঘুষ চাইছে। যার কাছে যেমন পারছে, তার কাছ থেকে তেমন তোলা আদায় করছে। আমরা এই বিষয়ে খুব দ্রুত জেলা শাসকের দরবারে যাবো।'

অন্যদিকে ঘটনা প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদের পুরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধরের বক্তব্য, 'ঘটনা সম্পর্কে জানা নেই, তবে চাইবো সঠিক তদন্ত করে দেখা হোক আসলে কারা দোষী।'

আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের গাজোল বিএলআরও অফিসে ডেপুটেশন

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: গাজোল ব্লক আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের পক্ষ থেকে গাজোল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে ৭ দফা দাবি নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান গাজোল ব্লক সভাপতি বর্ষা বেসরা কার্যকরী সভাপতি শ্যামল মুর্মু সম্পাদক ভগন সরেন যুব মোর্চার সভাপতি গোপাল হাঁসদা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। আদিবাসী নেতা শ্যামল মুর্মু বলেন আজ ৭ দফা দাবি নিয়ে গাজোল ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। আমাদের দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম আদিবাসীদের কানুন থাকা সত্ত্বেও আদিবাসীদের জমি আদিবাসীদের

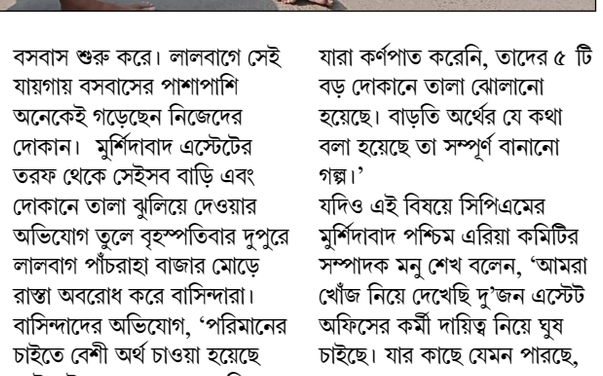

নামে রেকর্ড করা হচ্ছে কেন তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে,আদিবাসীদের নিজ হালে চাষ বাস থাকা সত্ত্বেও বর্গা জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে কেন ,আদিবাসী গরীব মানুষদের দখলে থাকা জায়গা গুলিতে পাট্টা প্রদান করতে হবে,একই জায়গায় ডবল পাট্টা প্রদান করা বন্ধ করতে হবে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে জালিয়াতি বন্ধ করতে হবে ,আদিবাসীদের জাহের থান মাঝি থানের পাট্টা প্রদান করে রেকর্ডভুক্ত করতে হবে।

শান্তিপুর শহরে লঙ্কা চা বিক্রি করে সাড়া জাগিয়ে চলেছেন বিশ্বজিৎ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: লঙ্কা চা কখনো শুনেছেন না কখনো খেয়েছেন। চা প্রেমীদের জন্য এবার নতুন চমক লঙ্কা চা। একদিকে যেমন নতুন সাধের মোড়ক অন্যদিকে স্বাস্থ্যের জন্যেও উপকারী,নদিয়ায় মিলেছে লঙ্কা চায়ের ঠিকানা।সকালে ঘুম থেকে উঠে অথবা সন্ধ্যার রাতে একটু গরম চায়ে চুমুক না দিলে চলে না। আর যদি সেটা শীতের মরশুম হয় তাহলে তো কোন কথাই নেই। বাড়িতে সেই চা তৈরি না থাকলে চায়ের দোকানের কথা মনে পড়বে। আর রাস্তায় বেরিয়ে অনেক চা তো খেয়েছেন।কিন্তু কোনদিন শুনেছেন কি লঙ্কার চা, কিংবা খেয়েছেন কখনো ? এবারে বাজারে এল সেই নতুন চা।

শান্তিপুর শহরের কেসি দাস রোড গোভাগার মোড়ে বাড়ি বিশ্বজিৎ দাসের। উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনার পর পরিবারের আর্থিক সমস্যা ফেরানোর তাগিদে একটি কোম্পানিতে কাজে যোগ দেন। দীর্ঘদিন সেই কোম্পানি থেকে কাজ করার পর নিজের একটি ছোট ব্যবসা চালানোর আশায় বাড়ির কাছে গোভাগার মোড়ে রাস্তার পাশে একটি ছোট টিনের দোকান করে বসেন তিনি। সেখানে অন্যান্য জিনিসপত্রের পাশাপাশি মূল আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে লঙ্কার চা। প্রথমে ঠান্ডা জলে দেওয়া হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা কুচি করে।এবার আগুনে ফোটানো হচ্ছে ওই জল। এরপর চিনি সঙ্গে লেবুর রস তারপর চা পাতা। নিমিষেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে দুর্দান্ত স্বাদের লঙ্কা চা।

নতুন দোকান সেভাবে পরিচিতি না বললে ইতিমধ্যেই প্রচারের আওতায় পড়েছে তার এই নতুন তৈরি লঙ্কার চা। সকাল কিংবা সন্ধ্যা ৮ থেকে ৮০ সকলেই ভিড় জমাচ্ছেন এই লঙ্কার তৈরি চায়ের স্বাদ গ্রহণ করার জন্য।

চা বিক্রেতা বিশ্বজিৎ দাস বলেন, আমি দীর্ঘদিন অন্য একটা অফিসে চাকরি করতাম। কিন্তু ভাবনা ছিল নিজের ছোটখাটো কিছু করে তুলবো। সেই কারণেই এই ছোট্ট দোকানটি আমি খুলে বসি।আর আমার ভাবনাই ছিল মানুষের জন্য নতুন কিছু স্বাদের জিনিস তৈরি করা। তাই এই লঙ্কা চা বাড়িতে বসে আমি দীর্ঘদিন করার চেষ্টা করেছি। তারপর আমি দোকানে এই লঙ্কা চা তৈরি করা শুরু করেছি। তবে কোন ইউটিউব অথবা অনলাইন দেখে নয়, এটা পুরোপুরি নিজের ভাবনাতেই তৈরি। শীতের মরশুমে এই চা অনেকটাই মানুষের ভালো লাগবে বলেই তিনি আশাবাদী।শীত যত বেশি বাড়বে ততই কাঁচা লঙ্কার পরিমাণ চায়ের সঙ্গে বেশি দেওয়া হয়। এই চা একদিকে যেমন নতুনত্ব স্বাদ নিয়ে আসবে তেমন ঠান্ডার জন্য খুব উপকারী। চা প্রেমি আকাশ প্রামানিক বলেন, প্রতিদিন নিয়মিত তিনি যেমন ভাত খান ঠিক তেমনি তার চা খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে।তাই লঙ্কার চা শুনে তিনি আর বাড়িতে বসে থাকতে পারেননি।কানে শোনার পরেই তিনি লঙ্কার চা খাওয়া শুরু করেন। আকাশ প্রামানিক বলেন, এই চা যেমন নতুনত্ব একটি স্বাদ রয়েছে ঠিক তেমনি অনেকটাই উপকার পেয়েছি আমি। ঠান্ডা লেগে গলা ব্যথা কিংবা কাশি এই চায়ের মাধ্যমে অনেকটাই সুস্থতা বোধ করছি।তবে তিনি বলেন, এই চা খাওয়ার একটি প্রাথমিক নিয়ম রয়েছে।নরমাল চায়ের মত টেনে গলায় নিলে চলবে না, ছোট ছোট ঢোক গিলে চা খেতে হবে তবেই এই চায়ের আসল মজা পাওয়া যাবে।

লঙ্কার চা খাওয়ার জন্য বেশি পকেটের টাকাও খরচা করতে হবে না। মাত্র ৬ টাকায় মিলবে ইউনিক স্বাদের এই লঙ্কার চা। এখন দেখার চা প্রেমীদের জন্য কতটা অপরিহার্য হয়ে ওঠে কাঁচালঙ্কার চা।

বাড়িতে খেলা করার সময় ইটের দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত ১

আসিফা লস্কর ● দেউলা

আপনজন: বাড়িতে খেলা করার সময় ইটের দেওয়াল হঠাৎই ভেঙ্গে গিয়ে দেয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয় এক শিশুর। এই ঘটনায় জখম হয়েছে আরো এক শিশু। মৃত শিশুর নাম অনুষ্কা মন্ডল (৫) আর এই ঘটনা জখম হয় অঙ্কিতা মন্ডল নামে এক শিশু। এমনই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত দেউলান নাজরা মন্ডলপাড়া এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা পরিবারে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকালে বাড়িরই দুতলায় কাপড় দিয়ে দোলনা বানিয়ে দুই বোন খেলা করছিল। সেই সময় হঠাৎই ইটের দেওয়াল ভেঙে যায়। দেওয়াল ভেঙে চাপা পড়ে অনুষ্কা ও অঙ্কিতা এরপর দেয়াল ভাঙ্গার আওয়াজে বাড়ির সদস্যরা ছুটে আসে এবং ইটের ভগ্নস্তব থেকে দুজনকেই উদ্ধার করে। এই ঘটনায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় অনুষ্কার এবং গুরুতর জখম অবস্থায় অঙ্কিতাকে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে পরিবারের লোকজনেরা। অঙ্কিতার অবস্থা অবনতি হয় অঙ্কিতাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেছে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মগরাহাট এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি ইমরান হাসান মোল্লা ও উস্তি থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক আবুল মারজান। এ বিষয়ে অঙ্কিতার এক দিদি জানান, ওরা কাপড় দিয়ে দোলা বানিয়ে খেলছিল সেই সময় হঠাৎই বাড়ির ইটের দেয়াল ভেঙে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে। আমরা বুঝতে পারিনি এই ঘটনা ঘটবে। মগরাহাট এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি ইমরান হোসেন মোল্লা তিনি জানান, শুক্রবার সকালে এমনই এক মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসি। দুই বোন খেলা করার সময় ইটের দেয়াল চাপা পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে আর একজন গুরুতর জখম হয়েছে। আহত শিশুকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে আহত শিশুর চিকিৎসার জন্য সমস্ত রকম দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। এবং যত দ্রুত সম্ভব মৃত শিশুর দেহের ময়না তদন্ত করা হয় সে ব্যবস্থা আমরা করছি। স্বাভাবিক অর্থে এই মর্মান্তিক ঘটনার পর শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারের।

লোকালয়ে ঢুকে পড়া দুটি হাতিকে ধরে আনা হল বেলিয়াতোড় রেঞ্জে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বীরভূমে লোকালয়ে ঢুকে পড়া দুটি হাতিকে ধরে আনা হল বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় রেঞ্জে , সাময়িক বিরতি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ঝাড়গ্রামে।

বীরভূম জেলায় লোকালয়ে ঢুকে পড়া দুটি হাতিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে ধরে নিয়ে আসা হল বাঁকুড়ায়। সেখানে সাময়িক বিশ্রাম দিয়ে হাতিগুলিকে নিয়ে যাওয়া হবে ঝাড়গ্রামে। সেখানেই বন দফতরের কাজে লাগানো হতে পারে হাতিগুলিকে।

আজ সকালেই পশ্চিম বর্ধমানের সীমানা পেরিয়ে বীরভূমের মোরগ্রাম সড়কের উপর জয়দেব মোড়ের কাছাকাছি চলে আসে দুটি দাঁতাল হাতি । স্থানীয় কৃষকেরা হাতি দুটিকে দেখে বন দফতরে খবর দেয়। বেশ কিছুটা দূরে জয়দেবের মেলা চলায় চিন্তার ভাঁজ দেখা দেয় বন দফতরের কপালে। এরপরই হাতি দুটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে তাদের কাবু করে বন দফতর। পরে হাতি দুটিকে লরিতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বাঁকুড়ায়। সন্ধ্যার মুখে বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় রেঞ্জ অফিসে পৌঁছায় হাতি দুটি। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ায় বেলিয়াতোড় রেঞ্জ অফিসে হাতিগুলিকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দেওয়া হয়। তাদের জল খাওয়ানো হয়। আজ রাতের দিকে হাতিগুলিকে ঝাড়গ্রামের দিকে রওনা করানো হবে বলে বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে।

আয়ুষ মেলার আয়োজন জিয়াগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: আয়ুষ মেলার উদ্বোধন করা হল জিয়াগঞ্জে। বৃহস্পতিবার বিকেলে জিয়াগঞ্জ ভাট্টপাড়া স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ময়দানে আয়ুষ মেলার উদ্বোধন করা হয়। ১৬, ১৭, ১৮ ই জানুয়ারি, তিনদিন ব্যাপী এই মেলা চলবে বলে জানিয়েছেন জিয়াগঞ্জ ব্লক মেডিকেল অফিসার ডাঃ আকাশ ব্যানার্জি।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এবং মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এই আয়ুষ মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সন্দীপ সান্যাল, মহকুমা শাসক ড. বনমালী রায়, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ কান্তি সরকার, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পৌরসভার পৌরপিতা প্রসেনজিৎ ঘোষ, বিডিও প্রসন্ন মুখার্জি সহ অন্যান্যরা।

আয়ুষ সম্পর্কিত চিকিৎসার বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলা চলাকালীন বিভিন্ন শারীরিক পরিক্ষা, রক্ত পরিক্ষা সহ বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা বিনামূল্যে প্রদান করা হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সকেট বোমা উদ্ধার সাদিখান দেয়ারে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী থানার সাদিখানদেয়ার অঞ্চলের কালিগঞ্জ প্রাইমারি স্কুলের পেছনের পুরোনো পোল্ট্রি ফার্মে ব্যাগে ভর্তি তিনটে তাজা সকেট বোমা উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জলঙ্গি থানার পুলিশ পুলিশ এসে বোমা গুলিকে ঘিরে রাখে। খবর দেওয়া হয় বোম নিষ্ক্রিয় টিমকে। শুক্রবার সকাল সাড়ে এগারোটায় সকেট বোমা গুলো নিষ্ক্রিয় করেন। ঘটনা স্থলে ছিলেন জলঙ্গি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার ওয়াসিম রেজা,স্থানীয় প্রধান মহাবুল ইসলাম ও পুলিশ আধিকারিক গণ।

ঘটনার ইতি মধ্য তদন্ত শুরু করেছে জলঙ্গী থানার পুলিশ কে বা কারা কি উদ্দেশ্য এই ভাবে সকেট বোমা রাখছে তার।স্থানীয়দের বক্তব্য নির্বাচনের সময় বোমা মজুত করেছিল এখন সেই সব বোমা গুলো এখানে ওখানে ফেলে দিচ্ছে,এইভাবে বাড়ির কাছে বোমা মজুত রাখলে যেকোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো,পুলিশ প্রশাসন ভালো কাজ করছেন।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহাবুল ইসলাম বলেন আমরা পুলিশ প্রশাসন কে বলব আরো বেশি করে সজাগ হতে যাতে করে রাতের অন্ধকারে এইভাবে অবৈধ কাজ কোনো দুষ্কৃতীরা করতে না পারে, বোমা উদ্ধার হয়েছে ভালো বিষয় কিন্তু যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে সাধারণ মানুষের। এদিন উদ্ধারকৃত বোমা নিষ্ক্রিয় করে বম্ব স্কোয়াড।

নগর এলাকায় গাঁজা উদ্ধার

সাবের আলি ● খড়গ্রাম

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম থানার নগর এলাকায় রাত্রে খড়গ্রাম থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটা সন্দেহ জনক ভাবে আটক করা হয়। সেই মারুতি ভ্যান টি তল্লাশি করার সময় পুলিশের চোখ পড়ে দুটি বস্তা ভর্তি বস্তা খুলতেই বেরিয়ে পড়ে ২৯ কেজি গাঁজা এবং আটক করা হয় গাড়ি ড্রাইভারকে। নাম সবুজ শর্মা বাড়ি কোচ বিহার এর সিতাই এলাকায়। কোচ বিহার থেকে বীরভূমের বোলপুর এর দিকে যাচ্ছিলো অভিযান চালানোর সময় উপস্থিত ছিলেন কান্দি সিআই সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, খড়গ্রাম ওসি সুরজিৎ হালদার ছাড়াও খড়গ্রাম থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

শুক্রবার ধৃতকে আদালত এ তোলা হবে এবং ৭ দিন পুলিশ হেফাজত চেয়ে পাঠিয়েছে। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে খড়গ্রাম থানার পুলিশ। কে বা কারা এর সঙ্গে যুক্ত গাঁজা ভর্তি বস্তা গুলি কোথা থেকে নিয়ে আসা হচ্ছিল কোথায় পাচারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

শেষ ১০ মিনিটে হ্যাটট্রিক: সব রেকর্ড এখন ইউনাইটেডের

আপনজন ডেস্ক: প্রিমিয়ার লিগে ৮১ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে থাকা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ঘরের মাঠে আরেকটি হার মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার। ম্যানুয়াল উগের্তার আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর সাউদাম্পটনও তখন দেখছিল জয়ের স্বপ্ন। কিন্তু ম্যাচের শেষ দিকে কী যেন ভর করল আমাদ দিয়ালোর ওপর। আর তাতেই শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে হ্যাটট্রিক করে ফেললেন এই আইভোরিয়ান।
আমাদের হ্যাটট্রিকের সুবাদে ইউনাইটেড সাউদাম্পটনকে হারিয়েছে ৩-১ গোলে। এই জয়ে ঘরের মাঠে লিগে টানা চতুর্থ হারও ঠেকাল ইউনাইটেড। এই ম্যাচ হারলে ১৯৩০ সালের পর এই প্রথম টানা চার হারের স্বাদ পেত ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটি।
দলকে বিব্রতকর রেকর্ডের হাত থেকে বাঁচানোর পাশাপাশি এই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে একাধিক মাইলফলক গড়েছেন আমাদ। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ম্যাচের শেষ ১০ মিনিটে হ্যাটট্রিক করলেন এই আইভোরিয়ান।
মজার ব্যাপার হচ্ছে, তাঁর আগে যে দুজন এই কীর্তি গড়েছিলেন তাঁরাও ছিলেন ইউনাইটেডের। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে নটিংহাম ফরেস্টের বিপক্ষে ওলে গুনার সুলশার এবং ২০১০ সালের জানুয়ারিতে হাল সিটির বিপক্ষে শেষ ১০ মিনিটে হ্যাটট্রিক করেছিলেন ওয়েইন রুনি।
গতকাল হ্যাটট্রিকের সময় আমাদের বয়স ছিল ২২ বছর ১৮৯ দিন। এর ফলে ইউনাইটেডের দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে হ্যাটট্রিকের স্বাদ পেলেন তিনি। এর আগে ২১ বছর ৪ দিনে বোল্টন ওয়ান্ডারার্সের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন রুনি।
ম্যাচ শেষে হ্যাটট্রিক করা আমাদকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ইউনাইটেড কোচ রুবেন আমোরিম। বলেছেন, 'সে দারুণ কাজ করেছে। কিন্তু এখনো তাঁর অনেক উন্নতি করতে হবে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের খেলোয়াড় হিসেবে তার দায়িত্বও বাকিদের মতোই। তবে সে দারুণ ছন্দে আছে এবং খুব ভালো একটি মৌসুম পার করছে।'

ম্যানচেস্টার সিটিতে আরও ১০ বছর হলান্ড

আপনজন ডেস্ক: নিজেদের ওয়েবসাইটে ১ মিনিট ১২ সেকেন্ডের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে ম্যানচেস্টার সিটি। ভিডিওর একদম শেষে গিয়ে আর্লিং হলান্ড যা বললেন, তা সিটির ভক্ত-সমর্থকদের জন্য আনন্দের; কিন্তু প্রতিপক্ষ দলগুলোর, বিশেষ করে ডিফেন্ডারদের জন্য যন্ত্রণা বাড়ানোর।
নতুন চুক্তিপত্রে সই করেই হলান্ড বললেন, 'প্রিয় ডিফেন্ডাররা, আমি দুঃখিত। আমি এখানে থাকতেই এসেছি।' হ্যাঁ, ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছেন নরওয়ের এই তারকা স্ট্রাইকার। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটিতে তিনি ২০৩৪ সালের জুন পর্যন্ত থাকছেন।
২০২২ সালের জুলাইয়ে ৬ কোটি ইউরোর বিনিময়ে জার্মান ক্লাব বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ছেড়ে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেন হলান্ড।
সিটির জার্সিতে শুরু থেকেই উজ্জ্বল হলান্ড যেন হয়ে ওঠেন গোল মেশিন! সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ক্লাবটির হয়ে এখন পর্যন্ত ১২৬ ম্যাচে ১১১ গোল করেছেন, শিরোপা জিতেছেন পাঁচটি।
২০২২-২৩ মৌসুমে দলকে ট্রেবল (প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ, চ্যাম্পিয়নস লিগ) জেতাতেও বড় অবদান রেখেছেন।
বর্তমানে হলান্ডের বাজারমূল্য ২০ কোটি ইউরো। সিটির সঙ্গে তাঁর আগের চুক্তির মেয়াদ ছিল ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত। আরও সাড়ে ৯ বছর ইতিহাদে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বর্তমানে প্রিমিয়ার লিগে খেলা ফুটবলারদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির তালিকায় এখন হলান্ডের নাম সবার ওপর। চুক্তির মেয়াদ ফুরোনোর সময় তাঁর বয়স হবে ৩৪ বছর।
এত দিন যৌথভাবে সবচেয়ে বেশি সময় চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড় ছিলেন চেলসির অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার কোল পালমার ও স্ট্রাইকার নিকোলাস জ্যাকসন। দুজনের সঙ্গেই ২০৩৩ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তি আছে চেলসির।
চুক্তি নবায়ন করে হলান্ড আরও বলেছেন, 'এখন আমি নিজেকে আরও বিকশিত করতে চাই, আরও ভালো করার জন্য কাজ চালিয়ে যেতে চাই এবং সামনে আরও সাফল্য অর্জনে আমার সেরাটা দিয়ে দলকে সহায়তা করতে চাই।'
সিটির বিদায়ী ফুটবল পরিচালক তিকি বেগিরিস্তাইন বলেছেন, 'হলান্ড চুক্তি নবায়ন করায় ক্লাবের সবাই আনন্দিত। এটা তার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির জানান দেয় এবং এই ক্লাবের প্রতি তার ভালোবাসার প্রমাণ দেয়।'

কোহলি-রোহিতদের জন্য ১০ নির্দেশনা বিসিসিআইয়ের, না মানলে আইপিএলে নিষিদ্ধ

আপনজন ডেস্ক: দলের মধ্যে 'শৃঙ্খলা, একতা ও ইতিবাচক পরিবেশ' নিশ্চিত করতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য ১০টি নির্দেশনা দিয়েছে বিসিসিআই। এ সব নির্দেশনার মধ্যে নিজের মতো করে অনুশীলনে বা ম্যাচ ভেন্যুতে যাওয়ায় যেমন কড়াকড়ি করা হয়েছে, তেমনি সফরে গেলে স্ত্রী-সন্তানদেরও বেশি দিন সঙ্গে না রাখতে বলা হয়েছে। কিছু নির্দেশনা আগে থেকে চলমান থাকলেও এবার ১০টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কঠোরভাবে মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। নির্দেশনা অমান্য করলে আইপিএল ও ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে না দেওয়া, বেতন-ভাতা থেকে টাকা কেটে নেওয়ার শাস্তিও হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ক্রিকেটারদের। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের বিষয়ে বিসিসিআই এমন কঠোর অবস্থান নিয়েছে সাম্প্রতিক বাজে ফলের পরিপ্রেক্ষিতে। ভারতের টেস্ট দল সর্বশেষ দুটি সিরিজে বড় ব্যবধানে হেরেছে—ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে, অস্ট্রেলিয়ায় স্বাগতিকদের কাছে ৩-১ ব্যবধানে।
টানা দুটি সিরিজের পারফরম্যান্স নিয়ে সম্প্রতি পর্যালোচনা বৈঠকে বসে বিসিসিআই। এতে বোর্ড সচিব দেবজিত সাইকিয়া, প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর, টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক রোহিত শর্মা, প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে ভারতীয় দলের মধ্যে শৃঙ্খলা, ইতিবাচক পরিবেশ নিশ্চিতে অবশ্য পালনীয় ১০টি নির্দেশনা চূড়ান্ত করা হয়। যা বিসিসিআইয়ের চুক্তিতে থাকা খেলোয়াড়দের বৃহস্পতিবারই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
ইএসপিএনক্রিকইনফোসহ বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বিসিসিআইয়ের ১০ নির্দেশনার অনুলিপি পেয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হওয়া এ সব নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে:

১. ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশগ্রহণ
জাতীয় দলের জন্য বিবেচিত হতে এবং কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জায়গা পেতে ঘরোয়া ক্রিকেটে ম্যাচ খেলতেই হবে। এটি বাধ্যতামূলক। শুধু বিশেষ পরিস্থিতিতে ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা যাবে। তবে সেটি হবে নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যানের অনুমোদনসাপেক্ষে, যা স্বচ্ছতার সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে।
২. আলাদাভাবে পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণ
টিম হোটেল থেকে অনুশীলন বা ম্যাচ ভেন্যুতে যাতায়াত করতে হবে টিম বাসে। হোটেল থেকে মাঠে বা মাঠ থেকে হোটেলে পরিবার নিয়ে আলাদাভাবে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় যাওয়া যাবে না। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রধান কোচের পূর্ব-অনুমোদন নিতে হবে।
৩. বেশি ওজন বহন করা যাবে না
দলের সঙ্গে সফরের সময় অতিরিক্ত ব্যাগেজ বহন করা যাবে না। ব্যাগ ও ওজন নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি হলে সেটি সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে নিজের খরচে বহন করতে হবে। দল করবে না। ৩০ দিনের বেশি লম্বা সফরের ক্ষেত্রে একজন খেলোয়াড় ৩টি স্যুটকেস ও ২টি কিট ব্যাগ অথবা সর্বোচ্চ ১৫০ কেজি ওজনের ব্যাগেজ নিতে পারবেন। আর সফর ৩০ দিনের কম হলে ব্যাগেজ নেওয়া যাবে ৪টি, ওজন ১২০ কেজির মধ্যে।
৪. ব্যক্তিগত স্টাফে বাধ্যবাধকতা
ব্যক্তিগত স্টাফ, যেমন ব্যবস্থাপক, রাঁধুনি, সহকারী, নিরাপত্তা কর্মকর্তা—সফরে সঙ্গে নেওয়া যাবে যদি বিসিসিআইয়ের সুস্পষ্ট অনুমোদন থাকে। এর মাধ্যমে দলের পরিচালন কার্যক্রমের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া নিশ্চিত করা হবে।
৫. সেন্টার অব এক্সলেন্সে ব্যাগ পাঠানো
বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত সেন্টার অব এক্সলেন্সে ক্রীড়াসামগ্রী ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পাঠাতে হবে টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে সমন্বয় করে। আলাদাভাবে পাঠাতে চাইলে খরচ সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে বহন করতে হবে।
৬. অনুশীলনে উপস্থিতি
প্রত্যেক খেলোয়াড়কে অনুশীলন সেশনের পুরোটা সময় দলের সঙ্গে থাকতে হবে। নিজের অনুশীলন শেষ হয়ে গেলে আগেভাগে চলে যাওয়া যাবে না।
৭. বাণিজ্যিক কার্যক্রমে বাধ্যবাধকতা
সিরিজ বা ট্যুর চলাকালে কোনো খেলোয়াড় (ব্যক্তিগত) বিজ্ঞাপন বা বাণিজ্যিক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন না।
৮. পরিবারের ভ্রমণ নীতি
বিদেশে ৪৫ দিনের বেশি অবস্থান করতে হবে—এমন সফরে সঙ্গী ও সন্তানদের নেওয়া যাবে। তবে প্রতি সিরিজে (সংস্করণ-ভিত্তিতে) একবারই নেওয়া যাবে, অবস্থান করতে পারবে সর্বোচ্চ দুই সপ্তাহ। এ ক্ষেত্রে খেলোয়াড় ও তার পরিবারের আবাসনের খরচ বিসিসিআই বহন করবে। অন্যান্য খরচ সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের।
পরিবারের সদস্যরা কখন আসবেন, সেটি কোচ, অধিনায়ক ও বোর্ডের মহাব্যবস্থাপকের (অপারেশনস) সঙ্গে আগেই আলোচনা করে নিতে হবে। এর বাইরে ভিন্ন কোনো পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের অনুমোদন থাকতে হবে। খরচও খেলোয়াড়কেই বহন করতে হবে।
৯. বিসিসিআইয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ
বিসিসিআইয়ের অফিশিয়াল শুটিং, প্রচারণামূলক কার্যক্রম ও অন্যান্য আয়োজনে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে অংশ নিতে হবে।
১০. সফর সমাপ্তকরণ
কোনো ম্যাচ যদি নির্ধারিত সময়ের আগেও শেষ হয়েও যায়, সিরিজ বা ট্যুর শেষ হওয়া পর্যন্ত খেলোয়াড়দের দলের সঙ্গে অবস্থান করতে হবে। চলে যাওয়া যাবে না।
বিসিসিআইয়ের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক খেলোয়াড়কে এই নির্দেশনা কঠোরভাবে মানতে হবে। নির্দেশনা অমান্যে বিসিসিআই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যার মধ্যে আছে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের বিসিসিআই পরিচালিত টুর্নামেন্ট যেমন আইপিএল খেলায় নিষেধাজ্ঞা, বিসিসিআই চুক্তিতে থাকা ম্যাচ ফি কর্তন। এ সব নির্দেশনা 'ভারতীয় ক্রিকেটকে অগ্রাধিকার দেওয়ার গুরুত্ব এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করে' বলে উল্লেখ করেছে বিসিসিআই।

পৌটি হাই স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী
আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের রসাখোয়া অঞ্চলের পৌটি হাই স্কুলে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হলো বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় স্কুলের পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সংগীত গাওয়ার মাধ্যমে। এই বিশেষ দিনে স্কুল প্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল ছাত্রছাত্রীদের উচ্ছ্বাস এবং অভিভাবকদের উপস্থিতিতে। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ছাত্রছাত্রীরা ১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড়, হাই জাম্প এবং লং জাম্প সহ বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে ছিল উৎসাহ এবং জয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের শারীরিক দক্ষতা প্রদর্শনের পাশাপাশি সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার সুযোগ পায়।
স্কুলের সভাপতি সেলিম আনজার বলেন, "প্রতিবছরের মতো এবারও আমরা এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। এটি শুধু একটি উৎসব নয়, ছাত্রছাত্রীদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।" স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুদেব কুমার মজুমদার তার বক্তব্যে বলেন, "এই ধরনের আয়োজন ছাত্রছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং তাদের মধ্যে শৃঙ্খলার মানসিকতা গড়ে তোলে। এটি শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আমরা আশা করি ভবিষ্যতেও এই ধরনের অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকবে।"
অনুষ্ঠানের শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণী পর্বে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

আপনজন: শান্তিনিকেতনের মৃণালিনী দেবী নার্সিং কলেজে গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়েগেল ছাত্রীদের বাৎসরিক স্পোর্টস এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপাল কৃষ্ণা সেন, ডাইরেক্টর সমরেশ রায়,সোমনাথ মুখার্জি,অর্পণ মুখার্জি এবং লেখক জয়দেব বেরা সহ অন্যান্য অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণ এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

জামশেদপুরের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ড্র করল মোহনবাগান

আপনজন ডেস্ক: আইএসএলে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও অবশেষে ড্র করল মোহনবাগান এফসি। এছাড়া একের পর এক গোল মিসের খেসারত দিতে হল মোহনবাগানের। সেই সঙ্গে সামান্য সুযোগ পেয়ে মাঝমাঠ থেকে আবার উঠে এসে গোল করে গেলেন জামশেদপুরের স্টিফেন এজে। আর ম্যাচ শেষ হল ১-১ ফলাফল নিয়ে। তবে ম্যাচ ড্রয়ের পরেও ১৬ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষেই থেকে গেল মোহনবাগান। যদিও জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচের ৫ মিনিটের মধ্যেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ চলে আসে মোহনবাগানের সামনে। কিন্তু তা একেবারেই কাজে লাগাতে পারলেন না জেমি ম্যাকলারেনরা। আর তার ঠিক কিছুক্ষণের মধ্যেই লিস্টনের ফ্রিকিক অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।
খেলার ২৫ মিনিটে কর্নার থেকে ভেসে আসা বল টিম অ্যালড্রেড মাটিতে নামিয়ে দেন এবং তারপর জটলার মধ্যে থেকেই গোল করে যান শুভাশিস বোস।
অবশ্য তারপরেও একাধিক সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করেন লিস্টন কোলাসো এবং জেমি ম্যাকলারেনরা। নাহলে হয়ত প্রথমার্ধেই ৩ গোলে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল সবুজ মেরুনের। পরিসংখ্যান বলছে, প্রথমার্ধেই মোহনবাগানের গোল মুখে শট ছিল মোট ১২টি।কিন্তু বিপদ বুঝতে পেরে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে একসঙ্গে মোট তিনটি বদল করে বসেন জামশেদপুরের কোচ খালিদ জামিল। সিভেরিও, লেন, মোবাশিরদের নামানোয় তাদের মাঝমাঠ কিছুটা গতি পায়। উইং ক্রসের পরিমাণও অনেকটা বাড়ে। আর ম্যাচের ঠিক ৬০ মিনিটেই পাল্টা আক্রমণ। ডিফেন্স থেকে উঠে এসে গোল করে যান এজে। শেষপর্যন্ত ১-১ গোলেই শেষ হয় ম্যাচ।

রুডিগারকে গোল উৎসর্গ এনদ্রিকের

আপনজন ডেস্ক: স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে ৫-২ গোলে বার্সেলোনার কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পর, গতরাতে কোপা ডেল রে'র শেষ ষোলোর ম্যাচটি ছিল রিয়ালের জন্য মহাগুরুত্বপূর্ণ। ঘরের মাঠে সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে প্রথমার্ধে এগিয়েও গিয়েছিল এমবাপ্পের গোলে। ৪৮ মিনিটে ভিনিসিয়ুসের গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করার পর সহজ জয়ই অনুমেয় ছিল রিয়ালের।
কিন্তু না, ৮২ মিনিটে জোনাথন বামবার গোলে পাশার দান উল্টে যেতে থাকে।
এরপর যোগ করা সময়ে পেনাল্টি থেকে গোল করে বার্নাব্যুকে স্তব্ধ করে দেন মার্কোস আলোনসো। ২-২ গোলে সমতা ফেরার পর ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ে রিয়াল তিন গোর করে। তার মধ্যে দুটি গোলই এনদ্রিকের।
১০৮ ও ১১৯ মিনিটে গোল করে রিয়ালের কোয়ার্টার-ফাইনালের জায়গা নিশ্চিত করে দেন এই ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার। মাঝে গোল করেন ফেদে ভালভার্দেও।
ম্যাচ জয়ের পর এনদ্রিক বলেন, 'ম্যাচটি খুব কঠিন ছিল কারণ আমরা ২ এগিয়ে থেকেও দুটি গোল হজম করেছি। তবে এইটা রিয়াল মাদ্রিদ, আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করি এবং সর্বদা জয়ের জন্য চেষ্টা করি।'
এনদ্রিক তার গোল দুটি তারই সতীর্থ অ্যান্টনিও রুডিগারকে উৎসর্গ করেন। তিনি বলেন, 'আজকের গোল আমি রুডিগারকে উৎসর্গ করছি। আমি প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করি, এবং সে জানে আমি প্রতিদিন কী করি। সে কখনো আমার প্রশংসা করেনি এবং আমি এতে বিরক্ত হই না। এটা দারুণ! কারণ সে আমাকে যা করতে হবে তা বলে।
সে চমৎকার একজন মানুষ। এই দুটি গোল তার জন্য।'

মেসিকে ঈর্ষা করতেন এমবাপ্পে, দাবি নেইমারের

আপনজন ডেস্ক: একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে আক্রমণভাগে সময়ের সেরা ত্রয়ীকে দলে ভিড়িয়েছিল পিএসজি। মেসি-নেইমার-এমবাপ্পে– ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩; দুই মৌসুম প্যারিসের ক্লাবটিতে একসঙ্গে খেলেছেন এই ত্রয়ী। তর্কসাপেক্ষে সেই সময়ের সেরা আক্রমণত্রয়ী তো তাঁরাই। কিন্তু চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা জয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে পিএসজি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেটি যেন বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছিল দলটির জন্য! তিন মহাতারকা একসঙ্গে খেলে পিএসজিকে শিরোপা জেতাবেন কী, পার্ক দে প্রিন্সেসে উল্টো অধিক সন্যাসীতে গাজন নষ্ট হতে শুরু করে।
লিওনেল মেসি, নেইমার আর কিলিয়ান এমবাপ্পের মধ্যে বন্ধনটাই সেভাবে গড়ে ওঠেনি। যেটা বার্সেলোনায় ছিল মেসি, নেইমার ও লুইস সুয়ারেজের মধ্যে। ফলে পিএসজির বেশিরভাগ ম্যাচে মেসি, নেইমার ও এমবাপ্পে একসঙ্গে খেললে একেকজনকে মনে হতো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। একবার তো পেনাল্টি শট নেওয়া নিয়ে নেইমারের সঙ্গে মাঠে প্রকাশ্যেই ঝামেলায় জড়িয়ে যান এমবাপ্পে। এ নিয়ে সেই সময় কত আলোচনা, কত গুঞ্জনই না হয়েছে। এমনও খবর এসেছিল যে, এমবাপ্পে চান না নেইমার পিএসজিতে থাকুক।

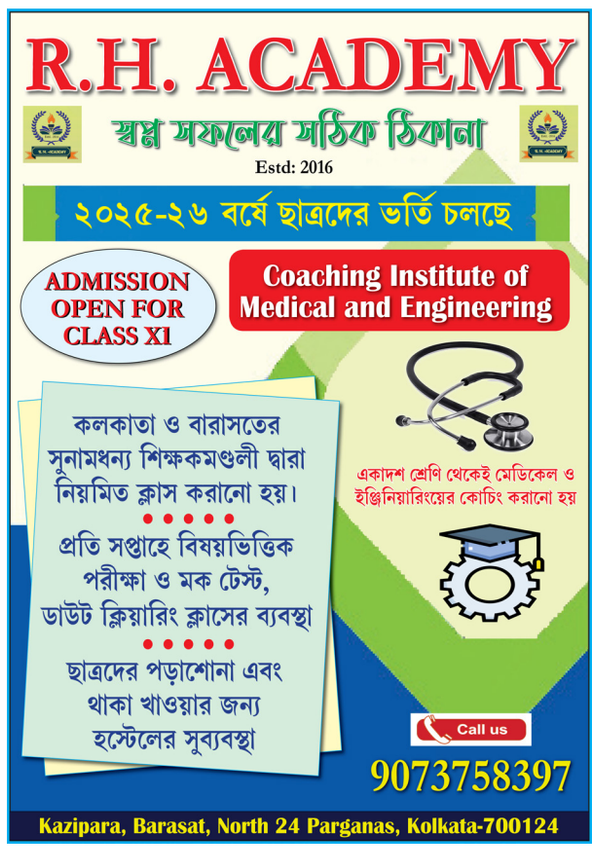

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**